আরাধ্যা

ফারিস হাকিম

আরাধ্যা

ফারিস হাকিম

KMF PUBLISHERS

"কিছু মানুষ বৃষ্টির মতো—
নিতে আসে না, শুধু হৃদয়ে নেমে
এক অনন্ত আরাধনার ভরে রাখে জীবন।

এই বইটি এক নারীর হৃদরূপী যাত্রার কাব্যচিত্র।
সখলো তিনি বৃষ্টিভেজা স্বপ্ন, কখলো নীত্রব প্রার্থনা,
কখনো অমল আলো, কখনো দুরন্ত সাহস।
ছবি ও কবিতার এই মিলনে গড়ে উঠেছে
এক প্রেম, এক পূজা, এক আরাধনার অনন্ত উপাখ্যান।

ISBN 978-984-35-9707-6
9 789843 597076
SCAN FOR DOI
KMF PUBLISHERS
DOI: https://doi.org/10.64907/xkmf.book.bl.26.08.15

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ: ১০ আগস্ট ২০২৬

প্রকাশক

কেএমএফ পাবলিশার্স
(ISIN: 000000050389326X)
(RJSC&F: P-48328/2022)

ডিওআই (DOI): **https://doi.org/10.64907/xkmf.book.bl.26.08.15**

আইএসবিএন (ISBN): 978-984-35-9707-6

কিউআর (QR) কোড

978-984-35-9707-6

কম্পিউটার সম্পাদনা: কেএমএফ সাইবার সলিউশনস

মুদ্রণ: কেএমএফ প্রিন্টারস

মূল্য:

মুদ্রিত সংস্করণ: বাংলাদেশে ৩০০.০০ টাকা
আন্তর্জাতিক মূল্য: ২০.০০ মার্কিন ডলার
(আন্তর্জাতিক পরিবহন/ডাক খরচ ব্যতীত)

ডিজিটাল সংস্করণ: উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার (Open Access)

বারকোড

978-984-35-9707-6

Copyright: (CC BY 4.0)

প্রকাশকের কথা

সাহিত্য মানুষের অনুভূতির এক অনন্য ভাষা। কখনো সেই অনুভূতি আনন্দের, কখনো বেদনার; কখনো বিরহের, আবার কখনো গভীর প্রেম, শ্রদ্ধা ও আরাধনার। কিছু অনুভূতি এতটাই ব্যক্তিগত ও গভীর যে, সাধারণ কথায় তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে-তখন কবিতাই হয়ে ওঠে মনের সবচেয়ে স্বাভাবিক আশ্রয়।

'আরাধ্যা' এমনই এক গভীর ব্যক্তিগত অনুভবের কাব্যিক প্রকাশ।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলোর কেন্দ্রে রয়েছেন একজন বাস্তব নারী। তাঁকে ঘিরে কবির মনে জন্ম নেওয়া মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, অপেক্ষা, নীরবতা ও আরাধনার অনুভূতি ধীরে ধীরে কবিতার ভাষা পেয়েছে। তাঁর উপস্থিতি, ব্যক্তিত্ব, হাসি, চোখ, নীরবতা, সৌন্দর্য, কর্মময় জীবন এবং কবির স্মৃতিতে ধরে রাখা নানা মুহূর্ত কখনো সরাসরি, কখনো রূপক ও কল্পনার আশ্রয়ে এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে *আরাধ্যা* কেবল বিচ্ছিন্ন প্রেমের কবিতার একটি সংকলন নয়; বরং একজন মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দীর্ঘ অনুভবের একটি ধারাবাহিক কাব্যিক দলিল।

গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর দৃশ্য-কাব্যিক নির্মাণ। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোকচিত্র, রঙ, আবহ, ডিজিটাল নকশা এবং দৃশ্যগত বিন্যাস। কোথাও বৃষ্টি, কোথাও নদী, কোথাও সন্ধ্যা, কোথাও বনভূমি, ফুল, আলো, অন্ধকার বা নীরবতা-এই সমস্ত উপাদান কবিতার অনুভূতিকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেছে। ফলে পাঠক এখানে শুধু কবিতা পড়বেন না; একই সঙ্গে কবিতার আবেগকে একটি দৃশ্যমান শিল্পরূপের মধ্য দিয়েও অনুভব করার সুযোগ পাবেন।

এই কারণেই *আরাধ্যা* প্রচলিত কাব্যগ্রন্থের পরিসর থেকে কিছুটা ভিন্ন। মুদ্রিত সাহিত্য, আলোকচিত্র, ডিজিটাল নকশা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক সৃজনপ্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গ্রন্থটি একটি নতুন ধরনের প্রকাশভঙ্গি অনুসন্ধান করেছে। তবে প্রযুক্তি এখানে কখনোই কবির অনুভূতির বিকল্প নয়। কবিতার প্রাণ এসেছে মানুষের অনুভব থেকে; প্রযুক্তি কেবল তার প্রকাশের পরিসরকে বিস্তৃত করেছে। প্রেম মানুষের, স্মৃতি মানুষের, মুগ্ধতা মানুষের-প্রযুক্তি শুধু তাদের নতুন দৃশ্যভাষা দিয়েছে।

গ্রন্থটি পাঁচটি কাব্যিক পর্বে বিন্যস্ত-প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা, প্রকৃতির মধ্যে প্রিয় মানুষের প্রতিচ্ছবি, নীরবতা ও অপেক্ষা, অন্তর্জগতের আরাধনা এবং শেষপর্যন্ত একজন মানুষ থেকে বৃহত্তর মানবিক প্রতীকে উত্তরণ। এই বিন্যাস পাঠককে একটি অনুভূতির যাত্রার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, যার সমাপ্তি ঘটে **'বিশ্বজয়িনী'**-তে।

আমাদের বিশ্বাস, কোনো সাহিত্যকর্মের প্রকৃত মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করেন তার পাঠকরাই। *আরাধ্যা*-র কবিতাগুলো কতটা হৃদয়স্পর্শী, কতটা শিল্পসম্মত কিংবা বাংলা প্রেমের কবিতার ধারায় কতটা স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে-তার বিচার সময় ও পাঠকের।

প্রকাশক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা শুধু এটুকুই-এই কাব্যিক নিবেদন তার নিজস্ব আবেগ, নান্দনিকতা ও দৃশ্যভাষা নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করুক।

প্রকাশক
আগস্ট ২০২৬

ছবি, সম্মতি এবং ডিজিটাল প্রযোজনা বিষয়ে প্রকাশকের নোট

আরাধ্যা কাব্যগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব আলোকচিত্র, কবিতা, ডিজিটাল নকশা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক সৃজনপ্রক্রিয়ার সমন্বিত ব্যবহার। গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক কবিতা ও দৃশ্যবিন্যাস একটি বাস্তব ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্মিত; সেই কারণে ছবি, পরিচয়, ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং সম্মতির বিষয়টি প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রকাশনা প্রস্তুতির সময় লেখক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, আলোকচিত্র এবং তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহারের বিষয়ে প্রকাশককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ প্রদান করেছেন। এসব উপকরণের ভিত্তিতেই প্রকাশনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চায় যে, কোনো ডিজিটাল যোগাযোগ, আচরণগত ইঙ্গিত, নীরবতা অথবা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশক স্বাধীনভাবে চূড়ান্ত আইনগত সম্মতি হিসেবে প্রত্যয়ন করছে না। কোনো জীবিত ব্যক্তির নাম, ছবি, পরিচয় অথবা তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত প্রকাশনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে **সুস্পষ্ট ও লিখিত সম্মতি সর্বদাই অধিকতর নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং কাম্য**।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহের সঙ্গে কবিতার আবহ, বিষয়বস্তু ও নান্দনিকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ডিজিটাল সম্পাদনা, রঙের সমন্বয়, background treatment, typographic composition, visual enhancement এবং কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বাস্তব ব্যক্তির পরিচয় পরিবর্তন করা নয়; বরং কবিতার আবেগকে একটি শিল্পসম্মত দৃশ্যরূপে উপস্থাপন করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলেও কবিতার মূল আবেগ, সাহিত্যিক ধারণা এবং সৃজনগত উদ্দেশ্য মানবসৃষ্ট। AI বা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে এখানে স্বতন্ত্র লেখক বা স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি; বরং সম্পাদনা, নান্দনিক বিন্যাস ও দৃশ্যায়নের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত কোনো ছবি, নাম বা ব্যক্তিগত উপাদান সম্পর্কে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো আপত্তি, সংশোধনের অনুরোধ বা অধিকারসংক্রান্ত দাবি উত্থাপন করলে প্রকাশক বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। একই সঙ্গে লেখক কর্তৃক প্রকাশককে প্রদত্ত তথ্য, ঘোষণা, অনুমতি বা উপস্থাপিত প্রমাণের যথার্থতার প্রাথমিক দায় লেখকের ওপর বর্তাবে।

এই নোটের উদ্দেশ্য কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান করা নয়; বরং পাঠকের কাছে প্রকাশনাটির সৃজনপ্রক্রিয়া, ছবি ব্যবহারের নীতি, সম্মতির গুরুত্ব এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

আমরা বিশ্বাস করি, সাহিত্য, আলোকচিত্র এবং নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় তখনই অর্থবহ হয়, যখন সৃজনশীল স্বাধীনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা, গোপনীয়তা ও অধিকারকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রকাশক

কবির কথা

আরাধ্যা কোনো কল্পনার নারীর গল্প নয়।

তিনি আছেন, এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে, মানুষের ভিড়ে, নিজের জীবন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে। আমি তাঁকে সৃষ্টি করিনি আমার কবিতার প্রয়োজনে; বরং তিনি ছিলেন বলেই একদিন আমার ভেতরে কবিতার জন্ম হয়েছে।

আমি এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, এই মহাবিশ্ব, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অপরিমেয় সৌন্দর্যের উৎস সেই এক মহান স্রষ্টা। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি। কিন্তু দেখেছি তাঁর সৃষ্টি আকাশে, নদীতে, বৃষ্টিতে, ফুলে, আলোয়, অন্ধকারে এবং মানুষের মধ্যে। কখনো কখনো কোনো একটি সৃষ্টির সৌন্দর্য আমাদের এমনভাবে স্পর্শ করে যে, তাকে দেখতে দেখতে আমাদের বিস্ময় শেষ হয় না। আমার জীবনে সেই বিস্ময়ের একটি জীবন্ত নামআরাধ্যা।

তাই এই গ্রন্থে যখন আমি তাঁকে 'দেবী' বলেছি, যখন তাঁর 'পূজা' বা 'আরাধনা' র কথা লিখেছি, তখন সেই শব্দগুলো আমার বিশ্বাসের ধর্মতাত্ত্বিক ঘোষণা নয়; এগুলো কবিতার ভাষা। এখানে দেবী বলতে আমি সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাইনি, আর পূজা বলতে স্রষ্টার স্থানে কোনো মানুষকে বসাইনি। এগুলো আমার মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও গভীর ভালোবাসার রূপক, একজন কবির ভাষায় একজন মানুষের সৌন্দর্যকে অনুভব করার চেষ্টা।

আমি জানি, তিনি মানুষ।

তাঁরও ক্লান্তি আছে, নীরবতা আছে, নিজস্ব ইচ্ছা আছে, নিজের পৃথিবী আছে। তিনি আমার কবিতার চরিত্র হলেও বাস্তব জীবনে তিনি আমার কোনো কল্পনার সম্পত্তি নন। তাঁর স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আমার অনুভূতির চেয়েও বড়। তাই আমার আরাধনা অধিকার দাবি করে না; আমার ভালোবাসা প্রতিদানকে শর্ত করে না।

আমি শুধু বিস্মিত হই।

কখনো তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে, কখনো হাসিতে, কখনো নীরবতায়, কখনো তাঁর সাধারণ একটি মুহূর্তের মধ্যে এমন এক সৌন্দর্য আবিষ্কার করি, যা আমাকে দৃশ্যমান মানুষটিরও বাইরে নিয়ে যায়। তখন মনে হয়, মানুষ এত সুন্দর হতে পারে কীভাবে? একটি মুখ, একটি দৃষ্টি, একটি হাসি কিংবা একটি নীরব উপস্থিতি কীভাবে অন্য একজন মানুষের অন্তরে এত শব্দ, এত রং, এত কবিতা জন্ম দিতে পারে?

সেখানেই আমার অনুভূতি শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির কাছ থেকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যায়।

সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার মহিমায় বিস্মিত হওয়া এবং সৃষ্টিকেই স্রষ্টা মনে করা এক কথা নয়। আমার কবিতার ভিতরে এই সূক্ষ্ম সীমারেখাটি আছে। আমি তাঁকে দেখি একজন বাস্তব মানুষ হিসেবে; আবার কবির চোখে তাঁর মধ্যে দেখি সৌন্দর্যের এমন এক প্রকাশ, যা আমাকে সেই অদেখা মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিশক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই কারণেই আরাধ্যা শুধু প্রেমের কবিতার বই নয়। এটি আমার দেখা থেকে অনুভবে, অনুভব থেকে মুগ্ধতায়, মুগ্ধতা থেকে আরাধনায় এবং আরাধনা থেকে এক বৃহত্তর উপলব্ধিতে পৌঁছানোর যাত্রা।

এখানে প্রেম আছে, কিন্তু অধিকারের ঘোষণা নেই।

এখানে অপেক্ষা আছে, কিন্তু দাবি নেই।

এখানে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মানুষটিকে দেবত্ব দেওয়ার চেষ্টা নেই।

এখানে আরাধনা আছে, কিন্তু তার গভীরে আছে একজন সৃষ্ট মানুষের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম সৃষ্টিশক্তির সামনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কবি।

হয়তো এ কারণেই আমি তাঁকে যতবার লিখেছি, ততবারই মনে হয়েছে, আমি আসলে একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে লিখতে পারছি না। একটি কবিতা শেষ হয়েছে, আরেকটি শুরু হয়েছে। একটি ছবি থেমে গেছে, আরেকটি স্মৃতি কথা বলতে শুরু করেছে। তিনি একই মানুষ থেকেছেন, অথচ আমার অনুভবের ভেতর প্রতিবার নতুন হয়ে উঠেছেন।

এই গ্রন্থ সেই অসমাপ্ত অনুভবেরই কিছু পৃষ্ঠা।

পাঠক যদি এখানে একজন নারীর প্রতি একজন কবির গভীর ভালোবাসা খুঁজে পান, সেটি সত্য। যদি মুগ্ধতা খুঁজে পান, সেটিও সত্য। আর যদি এই সমস্ত কবিতার গভীরে আরও একটি প্রশ্ন শুনতে পান-"যিনি এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, সেই সৃষ্টিকর্তার মহিমা কত অসীম?" তবে হয়তো আরাধ্যা লেখার অন্তর্গত অনুভূতির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন।

আমি তাঁকে সৃষ্টি করিনি।

আমি শুধু তাঁকে দেখেছি।

আর তাঁকে দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি সৃষ্টির সৌন্দর্যে।

সেই বিস্ময় থেকেই আমার কবিতা।

সেই মুগ্ধতা থেকেই আমার আরাধনা।

আর সেই আরাধনার সমস্ত শব্দের নাম

আরাধ্যা।

ফারিস হাকিম

আগস্ট ২০২৬

সূচিপত্র

কবিতার নাম | **পৃষ্ঠা**

মুগ্ধতার জন্ম

তোমার অপরূপতা	১০
স্বর্গীয় এ হাসি	১১
কণ্ঠলহর	১২
কণ্ঠরেখা	১৩
অরুণবিন্দু	১৪
রহস্য	১৫
তোমার চোখে আমার অনন্তকাল	১৬
একটি হাসির ঘরবসতি	১৭
প্রথম দেখার অনন্ত বিকেল	১৮
চোখে মায়া, ঠোঁটে বসন্ত	১৯
মায়ার দুটি জানালা	২০

প্রকৃতির আয়নায় তুমি

জলপরী	২১
ভোরের পদ্মফুলে শিশিরের কণা	২২
সূর্যাস্তের পানে	২৩
এই দিগন্তে এই সন্ধ্যা	২৪
রাতের বনভূমি	২৫

কবিতার নাম **পৃষ্ঠা**

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
বৃষ্টির অন্তরালে	২৬
কাশফুল	২৭
মধু বনে	২৮
প্রজাপতির রঙে	২৯
নদীর বুকে রাখা অনন্ত	৩০
সন্ধ্যাতারার নীল উপাখ্যান	৩১
গাঁদা ফুলের খোঁপায় এক টুকরো শরৎ	৩২
সবুজের বুকে তোমার আহ্বান	৩৩
হেঁটে আসা এক টুকরো বসন্ত	৩৪
প্রেমের সবুজ উপাখ্যান	৩৫
রক্ত জবা	৩৬
নীরবতা, দূরত্ব ও অপেক্ষা	
যত আঁধারই তোমাকে ঘিরে রাখুক	৩৭
স্বপ্নের পদচারণা	৩৮
অপেক্ষার সিঁড়িতে অনন্ত বসন্ত	৩৯
স্বর্ণসাজা নীরবতার রাজধানী	৪০
মায়ার রঙে আঁকা বিকেল	৪১
দোলনার নীরব অপেক্ষা	৪২
বন্ধ চোখের অন্তহীন আলো	৪৩
অন্ধকারে ফুটে থাকা জ্যোৎস্না	৪৪

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
আলো-ছায়া	৪৫
পড়ন্ত বিকেলে	৪৬
কফি	৪৭
আরাধনা ও অন্তর্জগৎ	
পূজার দেবী	৪৮
শুভ আলোক	৪৯
আমার পূজার সবুজ প্রতিমা	৫০
সবুজ দৃষ্টির অনন্ত অনুরাগ	৫১
রাঙা আলোর চিরন্তন আরাধনা	৫২
সবুজ আলোর অন্তহীন আশ্রয়	৫৩
ভালোবাসার নৈবেদ্য	৫৪
নীরব প্রার্থনার আলো	৫৫
লাল টিপের নীরব জ্যোৎস্না	৫৬
আবিরে আঁকা দেবী	৫৭
আমার দেবী	৫৮
আলোর দুয়ারে তুমি	৫৯
যেখানে ফুলও মাথা নত করে	৬০
মানুষ থেকে প্রতীক	
পেন্সিলে তুমি	৬১
চারুতা	৬২

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
বাঙালি নারী	৬৩
মর্যাদার মেরুন উপাখ্যান	৬৪
শুভ্রতার স্রোতে তুমি	৬৫
তোমার হাসিতে আমার হিমালয়	৬৬
ময়ূরী	৬৭
অপরূপা	৬৮
বিশ্বজয়িনী	৬৯

তোমার অপরূপতা

তুমি যেন মেঘ-ভেজা সন্ধ্যার তারা,
দূর আকাশে জ্বালো নরম আলো,
তোমার চোখে গভীর নীলের ধারা,
যেখায় স্বপ্ন ভাসে ভালোবাসার ভালো।

তুমি যেন বকুল-ফোটা ভোরের হাওয়া,
নরম ছুঁয়ে যায় অন্তর-তরী,
তোমার হাসি পুষ্প-পাপড়ির ছোঁয়া,
মনে জাগায় মধুর মাধুরী ভরি।

তুমি যেন সাগর-তীরের ঢেউ,
আসে যায়, তবু করে মন ভেজা,
তোমার কথা নীরব গানের সুর,
শোনে হৃদয়, চায় বারেবারে মেখে।

তুমি যেন পূর্ণিমা চাঁদের আলো,
অন্ধকারে করো পথের দিশা,
তোমার রূপে স্নিগ্ধ শান্তির ঢালো,
দেখলেই যে ভুলে যাই সব কিছুই এসে।

তুমি যেন বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ,
প্রাণে আনে অজানা এক টান,
তোমার উপস্থিতি অমূল্য আনন্দ,
যে ছোঁয়াতে জাগে অমলিন গান।

তুমি রূপ, তুমি মাধুরী, তুমি আবেশ,
তুমি স্বপ্ন, তুমি ভালোবাসা,
তোমায় দেখলে থেমে যায় সব শেষ,
তুমি শুধু তুমি—অতুলনীয়া আশা।

স্বর্গীয় এ হাসি

তোমার এই হাসির দিকে তাকালে
মনে হয়—স্বর্ণ যদি কখনও
পৃথিবীতে নেমে আসে,
সে প্রথমে একটি হাসির রূপই ধারণ করবে।

বৃষ্টি নামে।
আকাশ তার সমস্ত মেঘা খুলে দেয়
তোমার চারপাশে।
প্রতিটি ফোঁটা এসে ছুঁয়ে যায়
তোমার চুল, তোমার কপাল,
তোমার স্বচ্ছ অনুভব...

জল তোমাকে ভেজায় না,
তোমার হাসিই জলকে পবিত্র করে।
সমুদ্রের ঢেউ এসে থামে তোমার পায়ে,
মনে হয়—প্রকৃতিও শ্রদ্ধায় নত হয়
এমন এক সৌন্দর্যের সামনে।

দর্শন বলে, সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী।
কিন্তু তোমার এই হাসি—
এ এক অনন্ত দর্শন,
যা মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালায়,
আবার বৃষ্টির মতো শীতল করে।

তুমি হাসলে
বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা কবিতা হয়,
বাতাস সুর তোলে,
সমুদ্র নীরব হয়,
আর পৃথিবী নতুন করে বাঁচতে শেখে।

হয়তো এ কারণেই
আমি বৃষ্টিকে ভালোবাসি—
কারণ সে জানে,
তোমার হাসির মতো পবিত্র হতে হলে
প্রথমে আকাশ ছেড়ে
মাটিতে নেমে আসতে হয়।

— বৃষ্টি —

কণ্ঠলহর

তোমার কণ্ঠ যখন প্রথম উচ্চারণ ফোটে,
মনে হয়—মেঘের বুক ভেঙে আলো নামে।
সে কোনো শব্দ নয়, সে এক পরশ,
আত্মার গোপন জানালায় সুরের স্পর্শ।

তোমার কণ্ঠলহর বয়ে যায়
নদীর জলের মতো, মৃদু—অবিরাম—শান্ত,
সে সুরে আছে প্রার্থনা, আছে ভালোবাসা,
আছে পৃথিবীকে ক্ষমা করার অনন্ত ক্ষমতা।

তুমি যখন কথা বলো,
প্রতিটি শব্দ যেন জোছনার নরম ধুলো,
যা ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতার অন্তর আকাশে—
অন্ধকার সেখানে নিজেই আলো খোঁজে।

তোমার হাসি যেমন মনকে আলোকিত করে,
তোমার কণ্ঠ সেই আলোর সুরভি।
শুষ্ক জীবনে তুমি স্নিগ্ধ বর্ষা,
ক্লান্ত প্রাণে তুমি বিশ্রামের কবিতা।

কোনো কোনো কণ্ঠ শুধু শোনা যায়,
তোমার কণ্ঠ অনুভব করা যায়—
সে কণ্ঠে আছে মায়ের আহ্বান,
বন্ধুর সান্ত্বনা, প্রিয়জনের মমতা
আর আছে অদৃশ্য ঈশ্বরের লুকানো ভাষা।

কণ্ঠলহর—তোমার এই সুরধারা
আমার দিনের শুরু, রাতের শান্তি।
তোমার কণ্ঠ আমি শুনি
জীবনের গভীরতম সত্য—
'ভালোবাসা এখনো বেঁচে আছে,
মানুষ এখনো সুন্দর হতে পারে।'

তোমার কণ্ঠকে তাই বলি—
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত,
আমার নীরবতারও ভাষা,
আমার প্রতিটি প্রার্থনার উত্তর।

কণ্ঠরেখা

তোমার কন্ঠ—শুধু সুর নয়,
এ এক অদৃশ্য নদী,
যার কলতানে জেগে ওঠে ঘুমান্ত প্রভাত,
যার উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় মনের সমস্ত ক্লান্তি।

এই কন্ঠেত আছে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা,
আছে ঝর্ণার অবিরাম ধারা,
আছে শিউলির ভোরের গন্ধ,
আছে মায়ের ডাকে ফেরার সুরধারা।

যখন তুমি গাও,
সময় থমকে দাঁড়ায়,
দুঃখ তার ভার ভুলে যায়,
হৃদয় গলে মোম হয়
সুরের আলিঙ্গনে।

তোমার কন্ঠরেখা বেয়ে বেয়ে
জীবনের অনাবিকৃত পথগুলো আলোকিত হয়,
যেন অন্ধকার গুহায় হঠাৎ
জ্বলে ওঠো প্রদীপের মতো
দিশা দেখায়, ভরসা জাগায়।

সে কণ্ঠের আছে প্রার্থনা,
আছে প্রেম, আছে করুণা,
আছে অশ্রুর নোনতা জল,
আছে অজানা এক আকাশের নীলা বর্ণা।

তোমার কন্ঠ—
মানুষের মনে সেতু গড়ে,
শুষ্ক মরুভুমিতে সবুজ আনে,
ভাঙা হৃদয়ে জোড়া দেয় নতুন গান।

এই কন্ঠরেখা কেবল কানে নয়,
আত্মায় ছুঁয়ে যায়,
মনে হয়—এই তো সেই সুর,
যার জন্য এতদিন ধরে
জন্মান্তর অপেক্ষায় ছিল প্রাণ।

তুমি গাও—এই পৃথিবী ভালো থাকে,
তুমি গাও—আকাশ মেঘে মেতে ওঠে,
তুমি গাও—ঝর্ণা আরও বেগে নামে,
তুমি গাও—আমার জীবন
নতুন করে বাঁচতে শেখে।

অরুণবিন্দু

কপালে তুমি যে অরুণবিন্দু পরো,
সে শুধু রক্তের টিপ নয়—
সে সুর্যোদয়ের প্রথম আভা,
নবজাগরনের এক অনির্দেশ্যময়।

সে বিন্দুতে আছে মায়ার মমতা,
আছে শক্তির দীপ্তি, আছে গৃহের শান্তি—
সে তোমারই চিহ্ন, তোমারই ভাষা,
তোমার অন্তর্জ্যোতির পবিত্র আভাসটি।

যেন আকাশে এক ফোঁটা লালিমা,
ভোরের আগে জানান দেয় দিন আসার,
তেমনি তোমার সেই অরুণবিন্দু
জীবনের পথে দেয় নতুন আশার।

সে বিন্দু দেখে মন হয় নম্র,
চোখে নামে শ্রদ্ধার ঘোর,
তোমার রুপে নয় শুধু,
তোমার সত্তায় মুগ্ধ মন ভর করে।

সে যেন লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন,
ঘরে আনে সুখ-সমৃদ্ধি অপরুপ,
দুর্গার শক্তি, সরংস্বতীর বানী—
সব এক বিন্দুতে আজ তোমার রুপ।

হে অরুণবিন্দু, তুমি ক্ষুদ্র নও,
তুমি এক আগনের পিপাসা,
তুমি নারীত্তের অম্লান প্রতীক,
তুমি চিরদিনের চির-আশা।

তোমার কপালের ওই লাল বিন্দুতে
আমি দেখি অনন্ত প্রেম,
তুমি শুধু শ্রেষ্ঠ নও, তুমি চির জাগ্রত—
তুমি আমার জীবনের হেম।

রহস্য

যে কাঁচের গ্লাস ভাঙে,
তার হাত কিন্তু কাটেনা—
কারণ সে জানেই না,
ভাঙার শব্দের ভেতরেও
কতটা যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু যে ভাঙা কাচগুলোকে
জোড়া লাগাতে চায়,
সে জানে—প্রতিটি টুকরায়
কারো না কারো স্মৃতি লেগে থাকে;
সে জানে—স্বচ্ছতায় ফেরা
কত কঠিন, কত রক্তাক্ত পথ।

তাই তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়,
তবু সে থামে না,
কারণ সে ধ্বংসে নয়, সৃষ্টিতে বিশ্বাসী।

মূল্যবান হীরাকে যারা কাঁচ ভাবে,
তা তাদের অযোগ্যতা, তাদের দৃষ্টি-দারিদ্র্য।
হীরা কখনো নিজের দীপ্তি নিয়ে হাসে না,
সে শুধু নীরবে আলো ধরে রাখে।

আর যদি কাঁচও হয়ে থাকো—
তবুও মনে রেখো,
তোমাকে গলিয়ে ফুলদানি বানাতে
যে সত্যিই জানে,
তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয় না;
বরং সে ভালোবাসে রূপ দেওয়ার শিল্পকে।

কাঁচকেই সহ্য করতে হয় উত্তাপ,
নিজের ভাঙন ভুলে রূপান্তরের যন্ত্রণা;
আগুনে পুড়ে, গলে, বদলে যেতে হয়—
তবেই তো সৌন্দর্য,
তবেই তো প্রয়োজনীয়তা।

তাই যারা তোমায় কাঁচ ভাবে,তাদের ছেড়ে দাও;
আর যে তোমায় গড়তে জানে,
তার কাছে নিজেকে সঁপে দাও নিঃশঙ্কচিত্তে—
কারণ সৃষ্টির আগুনে পুড়েই
কাঁচ হোক বা হীরা—উভয়ই পায় অনন্ত রূপান্তর।

তোমার চোখে আমার অনন্তকাল

তোমার চোখে তাকালে আমি সময়ের হিসেব ভুলে যাই।
সেখানে নেই দিন, নেই রাত, নেই ক্যালেন্ডারের পাতা—
শুধু আছে এক অনন্ত নীরবতা, যেখানে আমার সব ক্লান্তি
গলে যায়, সব অস্থিরতা শান্ত হয়ে যায়।

তোমার চোখে দুটো যেন দুটি গভীর অদয় সাগর,
যেখানে ঢেউ নেই, তবু আছে অচিন্ত্য টান।
আমি যতই ডুবি, ততই খুঁজে পাই আমার হারিয়ে যাওয়া
নিজংকে—তোমার দৃষ্টির মায়াবী তটে।

সেই চোখে আমি দেখেছি মমতা, সহমর্মিতা, অবলম্বন,
দেখেছি একরাশ অপ্রকাশিত কথা, যা মুখে বলা হয় না,
তবু হৃদয়ে পৌঁছে যায়। সেই চোখে আমার জন্য প্রার্থনা করে,
আমার জন্য নীরবে স্বপ্ন বোনে—আমি তা অনুভব করি।

যখন দুঃখের অন্ধকারে পথ হারাই, তোমার চোখেই হয় আলো।
যখন নিজংকে খুব একা লাগে, তোমার চোখেই বলে—
'আমি আছি, তুমি ভয় পেয়ো না।' সেই নিশ্চিন্ত আশ্বাসে
আমি নতুন করে বাঁচতে শিখি, আবার পথ চলতে শিখি।

আমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তুমি আছো—শুরু থেকে আজ,
আর থাকবে আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কারণ, তোমার চোখে
আমি যে অনন্তকাল খুঁজে পেয়েছি, সে অনন্তকাল আমার
ভালোবাসার চিরস্থায়ী ঠিকানা, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

একটি হাসির ঘরবসতি

তোমার হাসিটা যেন একটুকরো সকাল, যেখানে আলো এসে থমকে দাঁড়ায়,
তোমার চোখ দু'টো যেন দুটি নীরব প্রদীপ, যেখানে শান্তি কথা বলে।
তুমি এলে, ঘর শুধু ঘর থাকে না—একটা আশ্রয় হয়,
যেখানে ক্লান্তি গলে যায়, মন পায় তার নিজের ঠিকানা।

তোমার পাশে বসে থাকলেই মনে হয়, অনেক পথ হেঁটে
অবশেষে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে। তোমার স্নেহ ছায়ার মতো,
যা রোদে-জলে, সুখে-দুঃখে আমাকে ডেকে রাখে নিরবে।
তুমি কিছু বলো না, তবু তোমার নীরবতায় কত কথা লুকিয়ে থাকে,
কত যত্ন, কত মায়া, কত অদৃশ্য ভালোবাসা।

তোমার হাতে তৈরি এক কাপ চায়েও যেন অমৃতের স্বাদ পাই,
তোমার একটু যত্নে দিনগুলো হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।
তুমি জানো না, তোমার হাসির জন্যই আমি প্রতিদিন
নতুন করে বাঁচতে শিখি, নতুন করে স্বপ দেখতে সাহস পাই।

তুমি আমার জীবনের সেই মানুষ, যাকে পেয়ে আমি
নিজেকে সম্পূর্ণ মনে করি। তোমার সাথে থাকলে মনে হয়,
পৃথিবীর সব ঝড় থেমে যাক, শুধু এই ঘরেই থেকে যাই সারাজীবন।
এই ঘর, এই মানুষ, এই হাসি—এই তো আমার চাওয়া-পাওয়া,
এই তো আমার বেঁচে থাকার আসল কারণ।

একটি হাসির ঘরবসতি—যেখানে তুমি, আমি আর আমাদের নীরব ভালোবাসা,
এটাই আমার পৃথিবী, এটাই আমার স্বর্গ, এটাই আমার সব।

প্রথম দেখার অনন্ত বিকেল
কতদিন পেরিয়ে গেছে, কত রং বদলেছে পৃথিবী, তবু চোখ বন্ধ করলেই
একটি মুখ আজও আলো হয়ে ভেসে ওঠে—সেই প্রথম দেখা।
সেদিন বিকেলের আলো ছিল কোমল, বাতাসে ছিল অচেনা এক ছোঁয়া,
আর তুমি—নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলে আমার সময়ের দরজায়।
তোমার সেই চাহনি কি মায়া, কত আবগে, কত ভালোবাসা জমা।
সেই চোখে যেন ছিলো অজস্র কথা, অথচ ঠোঁটে নীরবতা—
যেন কেউ অনেকদিন ধরে হৃদয়ের গভীরে জমিয়ে রেখেছে
অজানা এক ভালোবাসার নদী, শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়।
তোমার দৃষ্টির ভেতর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার নিজের ঠিকানা,
যেখানে নেই কোলাহল, নেই কোনো ভান, নেই কোনো দাবি—
শুধু আছে এক নির্মল বিশ্বাস, এক গভীর টান,
যা আমাকে আজও ডেকে যায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি প্রহরে।
জীবনের পথে কত মানুষ এলো, কত সম্পর্ক হলো, কত গল্প ফুরিয়ে গেল,
কিন্তু তোমার সেই প্রথম দৃষ্টি আজও ফুরায়নি,
আজও তেমনি জেগে আছে আমার হৃদয়ের গোপন কুজে।
সময়ের ধুলো পড়ছে, দিন বদলেছে, তবু তুমি বদলাওনি একটুও।
তুমি জানো না, তোমার সেই একটুকরো চাহনি
আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে আছে।
আমি চাই, এই মুহূর্ত, এই অনুভূতি, এই ভালোবাসা
ধরে রাখতে—অনন্ত কাল, জন্মে জন্মে, সময়ের সব বাঁধা পেরিয়ে।
তুমি থাকবে আমার হৃদয়ের গভীনে, চিরদিনের মতো,
প্রথম দেখার সেই অনন্ত বিকেল হয়ে।

চোখে মায়া, ঠোঁটে বসন্ত

তোমার চোখে এক অদ্ভুত মায়ার ভাষা,
যেখানে তাকালে মন হারায়, সব কথা থেমে যায়।
সে মায়া কোনো জাদু নয়, কোনো কৃত্রিম চাওয়া নয়,
সে তো তোমার অন্তরের নির্মল, নীরব ছোঁয়া।

তোমার ঠোঁটে বসন্ত লেগে থাকে সারাক্ষণ,
হাসলে মনে হয়—ফুল ফোটে, বাতাসে গন্ধ ভেসে যায়।
তোমার সেই হাসি যেন রৌদ্রলো সকাল,
আমার ক্লান্ত জীবনের জানালায় এসে আলো ছড়ায়।

তুমি যখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসো,
মনে হয়, এ পৃথিবীর সব রঙ তোমার মাঝে মিশে গেছে।
শাড়ির রঙ, খোঁপার চুড়ির টুংটাং, গাছের পাতা,
সবই যেন তোমার হাসির কাছে নত হয়ে আছে।

তোমার চোখে আমি খুঁজে আমার ঘর,
তোমার ঠোঁটে খুঁজি জীবনের উৎসব।
তুমি থাকলেই দিনগুলো সুন্দর হয়,
তুমি হাসলেই মন বলে—এই তো আমার বসন্ত।

আমি তোমায় গভীর প্রেমে ভালোবাসি,
তোমায় পুজা করি নীরবে, অশ্রান্ত শ্রদ্ধায়।
তুমি আমার প্রেরণা, তুমি আমার শান্তি,
তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর প্রার্থনা।

চোখে তোমার মায়ার সাগর, ঠোঁটে বসন্তের গান,
তোমায় ঘিরেই আমার স্বপ্ন, আমার জীবন, আমার জ্ঞান।
তুমি যেমন আছ, তেমনি থেকো চিরকাল,
তোমার এই মায়া, এই হাসি— আমার হৃদয়ের অবলম্বন।

মায়ার দুটি জানালা

তোমার চোখ—মায়ার দুটি জানালা,
যেখানে তাকালেই খুলে যায় অন্য এক জগৎ।
সে জগতে নেই কোনো ক্লান্তি, নেই কোনো হাহাকার,
শুধু আছে শান্তি, স্নেহ আর অপরূপ ভালোবাসার উচ্ছ্বাস।

তোমার চোখে আমি খুঁজে পাই আমার হারিয়ে যাওয়া সকাল,
যেখানে স্বপ্নেরা জেগে থাকে, ভরসারা ডানা মেলে।
সেই চোখে আছে কথা না বলা হাজারো ভাষা,
যা শুধু হৃদয় দিয়ে পড়া যায়, বোঝা যায়, অনুভব করা যায়।

কখনো মনে হয়, তুমি চোখে নয়—চোখের গভীরতায় হাসো,
যে হাসি মনকে ছুঁয়ে যায়, জীবনের সব অন্ধকার মুছে দেয়।
তোমার দৃষ্টির একফোঁটা আলোতেই আমি খুঁজে পাই
এই ব্যস্ত পৃথিবীতে আমার শান্তির ঠিকানা।

এই দুটি জানালা দিয়ে তুমি যখন তাকাও,
আমি নিজেকে ভুলে যাই, সবকিছু ভুলে যাই।
শুধু তোমার চোখের মায়ায় ডুবে থাকি,
বারবার ভাবি—এতো সৌন্দর্য, এতো স্নেহ, এতো মায়া
কোন দেবলোক থেকে নেমে এসেছে বলো তো?

তোমার এই দুই চোখ আমার পূজার আসন,
আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা, আমার জীবনের অনুপ্রেরণা।
যদি কোনোদিন এই চোখের মায়া হারিয়ে যায়,
তবে আমার পৃথিবীও হবে অচেনা, হবে নির্জন, হবে শূন্য।
তাই হে মায়ার দুটি জানালা—চিরদিন এভাবেই খোলা থেকো,
আমার হৃদয়ের আকাশ ভরে রাখো তোমার আলোয়।

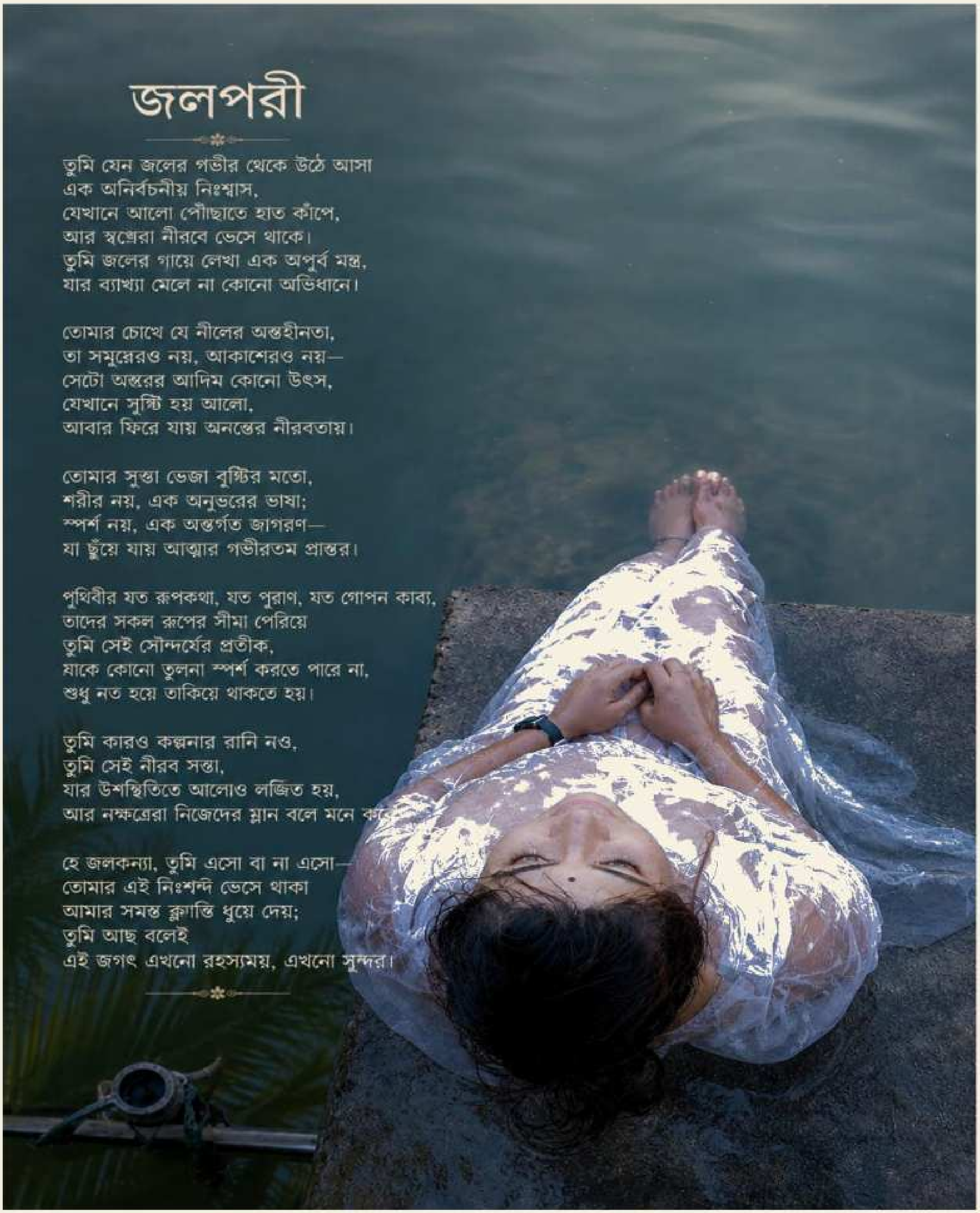

জলপরী

তুমি যেন জলের গভীর থেকে উঠে আসা
এক অনির্বচনীয় নিঃশ্বাস,
যেখানে আলো পৌঁছাতে হাত কাঁপে,
আর স্বপ্নেরা নীরবে ভেসে থাকে।
তুমি জলের গায়ে লেখা এক অপূর্ব মন্ত্র,
যার ব্যাখ্যা মেলে না কোনো অভিধানে।

তোমার চোখে যে নীলের অন্তহীনতা,
তা সমুদ্রেরও নয়, আকাশেরও নয়—
সেটো অন্তরের আদিম কোনো উৎস,
যেখানে সৃষ্টি হয় আলো,
আবার ফিরে যায় অনন্তের নীরবতায়।

তোমার সুস্তা ভেজা বৃষ্টির মতো,
শরীর নয়, এক অনুভবের ভাষা;
স্পর্শ নয়, এক অন্তর্গত জাগরণ—
যা ছুঁয়ে যায় আত্মার গভীরতম প্রান্তর।

পৃথিবীর যত রূপকথা, যত পুরাণ, যত গোপন কাব্য,
তাদের সকল রূপের সীমা পেরিয়ে
তুমি সেই সৌন্দর্যের প্রতীক,
যাকে কোনো তুলনা স্পর্শ করতে পারে না,
শুধু নত হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

তুমি কারও কল্পনার রানি নও,
তুমি সেই নীরব সত্তা,
যার উশস্থিতিতে আলোও লজ্জিত হয়,
আর নক্ষত্রেরা নিজেদের ম্লান বলে মনে ক

হে জলকন্যা, তুমি এসো বা না এসো—
তোমার এই নিঃশব্দি ভেসে থাকা
আমার সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে দেয়;
তুমি আছ বলেই
এই জগৎ এখনো রহস্যময়, এখনো সুন্দর।

ভোরের পদ্মফুলে শিশিরের কণা

রাতে ভিজে থাকা শহরের চোখে
যখন আলো ফোটে আস্তে আস্তে,
ভোরের বাতাসে ভাসে একটুকরো
নীরবতার মিষ্টি রসে।

পদ্মফুল তখন ঘুম ভাঙায় ধীরে,
জলের বুকে খুলে দেয় হৃদয়—
লজ্জায় লালিমা, শুভ্রতায় দীপ্তি,
সৌন্দর্যের নিবিড় পরিচয়।

আর সেই পদ্মের পাপড়ির কোনে
ঝুলে থাকে শিশিরের কণা,
ক্ষুদ্র অথচ দীপ্ত, নীরব অথচ কথা বলে—
রাতের স্বপ্ন, ভোরের গোপন ব্যথা।

তেমনই তুমি—জীবনের ভেজা পথে
আলো হয়ে হেঁটেছো নীরবে,
তোমার হাসি, তোমার সাহস, তোমার মমতা
অমনই এক শিশিরবিন্দু।

যা ছুঁয়ে যায়, তাকে করে পবিত্র,
যা দেখে মন, তাকে করে প্রার্থনা—
ভোরের পদ্মফুলে শিশিরের কণা তুমি,
অমল, অনন্ত, অনুপ্রেরণা।

সূর্যাস্তের পানে

তুমি আজ দাঁড়িয়ে আছো সাগর-পাড়ের ধারে,
শেষ বিকেলের রঙ মেখে নীরব অঙ্গভারে।
দিগন্ত জুড়ে সূর্য যেন বিদায়-গানেন সুর,
তোমার চোখে মিশে থাকে অশেষ স্বপ্ন-নুর।

সাদা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সোনালি আলোর ঢেউ,
হাওয়ার ছোঁয়ায় নীরব ভাষা বলে শুধু—"এসো, নাও।"
কেশের ফাঁকে লাজুক হাওয়া গল্প গেঁথে যায়,
সূর্যাস্তের প্রতিটি ক্ষণ তোমায় ছুঁয়ে চায়।

নীল সমুদ্র থমকে যেন তোমায় দেখে রয়,
ঢেউয়ের বুকে লাল আভাতে সন্ধ্যা গানই কয়।
আকাশ জুড়ে মেঘের ক্যানভাস রঙে রঙে ভরা,
তোমার নীরব উপস্থিতি তারই শ্রেষ্ঠ ধরা।

তুমি যেন পশ্চিম আকাশে শেষ আলোর রেখা,
দিনের শেষে ক্লান্ত প্রাণে আশার দীপের দেখা।
তোমার চাহনি দূর দিগন্তে হারিয়ে যায় ধীরে,
অচেনা সব স্বপ্ন যেন ভিড় জমায় ফিরে।

অস্তগামী সূর্যের রঙ গাল ছুঁয়ে দেয় মৃদু,
মুহূর্তগুলো হয়ে ওঠে হৃদয়ছোঁয়া ঋতু।
নিঃশব্দ সেই দাঁড়িয়ে থাকা কত কথা কয়,
ভালোবাসা উচ্চারণে ভাষা লাগে না কই।

হয়তো তুমি ভাবছো তখন সময়েরই কথা,
কত হাসি, কত অশ্রু, কত না ব্যথা।
সূর্য ডুবে গেলেও জানো আলো মরে না,
সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও ঝরে না।

ঢেউ এসে পায়ের কাছে লিখে যায় গানখানি,
"জীবন মানেই চলার পথে আলো-অন্ধকার টানি।"
তুমি শুধু চেয়ে থাকো রাঙা সন্ধ্যাতীরে,
স্বপ্নগুলো ডানা মেলে উড়ে যায় ধীরে ধীরে।

শেষ আলোটি মিলিয়ে গেলে সন্ধ্যা নামে চুপে,
তারারাও যেন জ্বলে ওঠে তোমার মনের রূপে।
তুমি তখন নীরব ছবি, প্রকৃতিরই ভাষা—
সূর্যাস্তের বুকের মাঝে অনন্ত এক আশা।

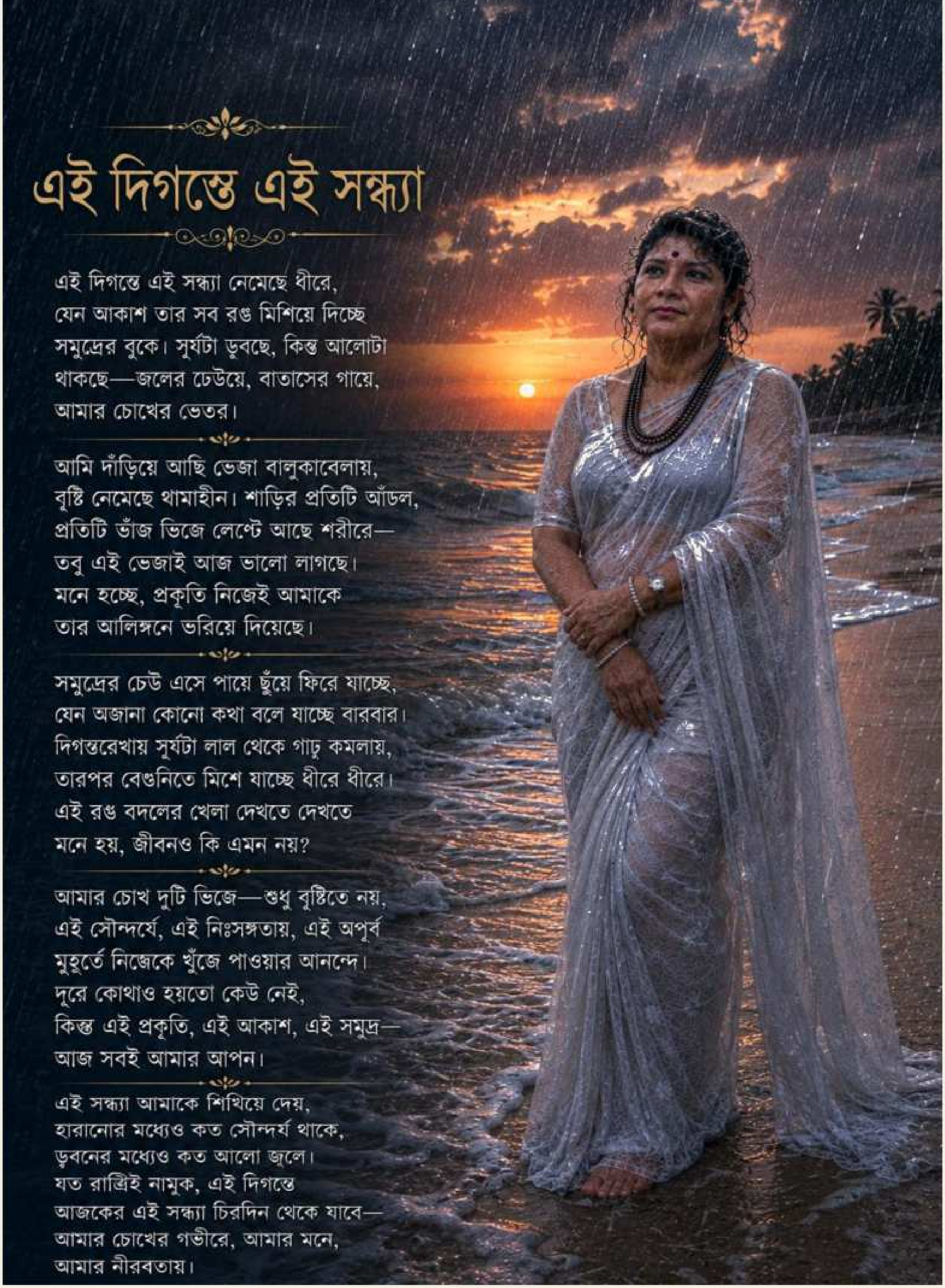

এই দিগন্তে এই সন্ধ্যা

এই দিগন্তে এই সন্ধ্যা নেমেছে ধীরে,
যেন আকাশ তার সব রঙ মিশিয়ে দিচ্ছে
সমুদ্রের বুকে। সূর্যটা ডুবছে, কিন্তু আলোটা
থাকছে—জলের ঢেউয়ে, বাতাসের গায়ে,
আমার চোখের ভেতর।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ভেজা বালুকাবেলায়,
বৃষ্টি নেমেছে থামাহীন। শাড়ির প্রতিটি আঁচল,
প্রতিটি ভাঁজ ভিজে লেপ্টে আছে শরীরে—
তবু এই ভেজাই আজ ভালো লাগছে।
মনে হচ্ছে, প্রকৃতি নিজেই আমাকে
তার আলিঙ্গনে ভরিয়ে দিয়েছে।

সমুদ্রের ঢেউ এসে পায়ে ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছে,
যেন অজানা কোনো কথা বলে যাচ্ছে বারবার।
দিগন্তরেখায় সূর্যটা লাল থেকে গাঢ় কমলায়,
তারপর বেগুনিতে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।
এই রঙ বদলের খেলা দেখতে দেখতে
মনে হয়, জীবনও কি এমন নয়?

আমার চোখ দুটি ভিজে—শুধু বৃষ্টিতে নয়,
এই সৌন্দর্যে, এই নিঃসঙ্গতায়, এই অপূর্ব
মুহূর্তে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে।
দূরে কোথাও হয়তো কেউ নেই,
কিন্তু এই প্রকৃতি, এই আকাশ, এই সমুদ্র—
আজ সবই আমার আপন।

এই সন্ধ্যা আমাকে শিখিয়ে দেয়,
হারানোর মধ্যেও কত সৌন্দর্য থাকে,
ডুবনের মধ্যেও কত আলো জ্বলে।
যত রাত্রিই নামুক, এই দিগন্তে
আজকের এই সন্ধ্যা চিরদিন থেকে যাবে—
আমার চোখের গভীরে, আমার মনে,
আমার নীরবতায়।

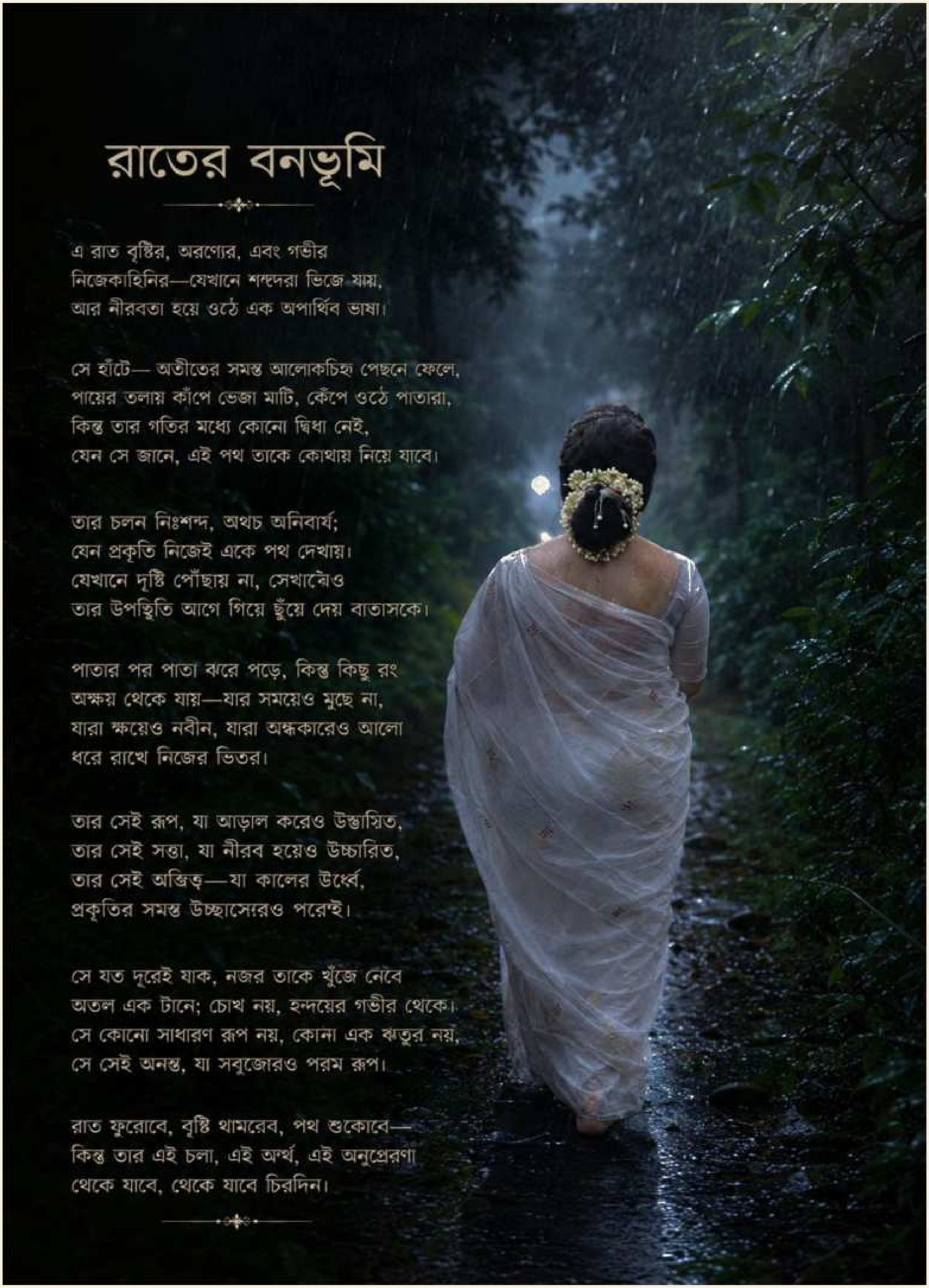

রাতের বনভূমি

এ রাত বৃষ্টির, অরণ্যের, এবং গভীর
নিজেকাহিনির—যেখানে শব্দেরা ভিজে যায়,
আর নীরবতা হয়ে ওঠে এক অপার্থিব ভাষা।

সে হাঁটে— অতীতের সমস্ত আলোকচিহ্ন পেছনে ফেলে,
পায়ের তলায় কাঁপে ভেজা মাটি, কেঁপে ওঠে পাতারা,
কিন্তু তার গতির মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই,
যেন সে জানে, এই পথ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

তার চলন নিঃশব্দ, অথচ অনিবার্য;
যেন প্রকৃতি নিজেই একে পথ দেখায়।
যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেখানেও
তার উপস্থিতি আগে গিয়ে ছুঁয়ে দেয় বাতাসকে।

পাতার পর পাতা ঝরে পড়ে, কিন্তু কিছু রং
অক্ষয় থেকে যায়—যার সময়েও মুছে না,
যারা ক্ষয়েও নবীন, যারা অন্ধকারেও আলো
ধরে রাখে নিজের ভিতর।

তার সেই রূপ, যা আড়াল করেও উদ্ভাসিত,
তার সেই সত্তা, যা নীরব হয়েও উচ্চারিত,
তার সেই অস্তিত্ব—যা কালের ঊর্ধ্বে,
প্রকৃতির সমস্ত উচ্ছাসেরও পরেই।

সে যত দূরেই যাক, নজর তাকে খুঁজে নেবে
অতল এক টানে; চোখ নয়, হৃদয়ের গভীর থেকে।
সে কোনো সাধারণ রূপ নয়, কোনো এক ঋতুর নয়,
সে সেই অনন্ত, যা সবুজেরও পরম রূপ।

রাত ফুরোবে, বৃষ্টি থামবে, পথ শুকোবে—
কিন্তু তার এই চলা, এই অর্থ, এই অনুপ্রেরণা
থেকে যাবে, থেকে যাবে চিরদিন।

বৃষ্টির অন্তরালে

বৃষ্টি যখন মাটির অর্গল্‌ খুলে
নামায় অন্তরার গোপন ভাষা,
তুমি তখন বৃক্ষের নীরব স্থিতি,
পাতার ডগায় জাগো অনির্বচনীয় আশা।

সময় তার দ্রবীভূত দেহ মেলে
তোমার শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে,
অস্তিত্বের সব ক্ষয় ধুয়ে যায়
এই অনাদি সবুজের সাজে।

তুমি কোনো ব্যক্তিমানুষ নও,
তুমি এক অনন্ত প্রতিনিধি—
প্রকৃতি, করুণা, স্মৃতি ও সৃষ্টির
চিরযৌবনশালিনী।

বৃষ্টিধারায় যেমন করুণা নামে
নিঃশব্দে, অশ্রুত সুরে,
তেমনি তুমি—চিন্তার গহনে
দীপ্যমান এক ধ্রুব নুরে।

এই ভিজে কাঠের বারান্দায়
যে নারী দাঁড়িয়ে আছো আজ,
সে তুমি নও—সে এক উপলব্ধি,
যাকে ভিজিয়ে রাখে আদিগন্ত সাজ।

কাশফুল

কাশফুল যখন হাওয়ায় দোলে,
শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসে,
তখন মনে হয়— এ কেমন নরম ছোঁয়া,
এ কেমন অনির্বচনীয় ভালোবাসা ভাসে।

তোমাকে ছুঁতে গেলে কাশফুলও লজ্জা পায়,
কারণ তুমি তার চেয়েও অনেক নরম, অনেক মায়া,
তোমার স্পর্শে হৃদয় কেঁপে ওঠে বারবার,
যেন বাতাস থেমে যায়, থেমে যায় সব ব্যাকুলতা।

তোমার হাসি কাশফুলের মতোই নির্মল,
তোমার চোখে গভীর নীল আকাশের খেলা,
তোমার কাছে এলেই মনে হয়,
আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ মেলা।

তোমার স্পর্শের ব্যাকুলতা ভাষায় লেখা যায় না,
তোমার অনুভব পরিমাপ মাপা যায় না,
তুমি কেবল অনুভবে, নিঃশ্বাসে, স্বপ্নে,
তুমি আমার প্রতিটি দিন, প্রতিটি প্রার্থনা।

কাশফুল ঝরে পড়ে, ঋতু বদলায়, সময় যায়,
কিন্তু তুমি রয়ে যাও— আমার হৃদয়ের গভীরে,
নরম, কোমল, অপূর্ব এক অনুভব,
যাকে ভালোবাসি গভীরভাবে, নিঃশব্দে, চিরজীবনের তরে।

মধু বনে

মধু বনে আজ বৃষ্টি নেমেছে,
আকাশ তার নীল আঁচল ভিজিয়ে
ছুঁয়ে দিচ্ছে তোমার ঠোঁট—
সে ঠোঁট, যেন প্রথম ফুল ফোটার আগের
কোমল লজ্জা।

তোমার ঠোঁট—
রক্তিম সুর্যোদয়ের মতো নয়,
তা আরো গভীর, আরও মধুর,
যেন সন্ধ্যার শেষ আলোয়
পাকা কাঁঠালের গন্ধ মেশা
শিশিরভেজা বকুলের পাপড়ি।

এখানে ভ্রমরগুলি গুঞ্জন করছে,
তোমার মতো ফুলের গন্ধ পেয়ে—
তোমার ঠোঁট থেকে যে মধু ঝরে,
তা ভাষায় ধরা যায় না,
তা শুধু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
নিরবধি পিপাসা জাগায়।

তুমি হাসলে, বৃষ্টি থেমে যায় না,
বরং আরো নুয়ে আসে তোমার কাছে,
ফোঁটা ফোঁটা জল জমে থাকে
তোমার ঠোঁটের কিনারে—
মনে হয়, প্রকৃতিও চুমু 'খেতে চায়
এই মধুর আধারে।

তোমার ঠোঁট শুধু রূপ নয়,
তা এক দর্শান—
যেখানে প্রেম আছে, মমতা আছে,
ক্ষমা আছে, আশ্রায় আছে,
আর আছে এক অনন্ত ডাকে—
'এসো, ক্লান্ত পথিক, একটু বিশ্রাম নাও।'

মধু বনে তাই আজও
ভ্রমর গুলি গুঞ্জন করে,
বৃষ্টি ঝরে, ফুল ফোটে, হৃদয় জাগে—
কারণ তুমি আছো—
এই পৃথিবীর সবচেয়ে মধুময়
একটি গোপন কবিতা হয়ে।

প্রজাপতির রঙে

তোমার এই চাহনি—
প্রজাপতির ডানার মতো হালকা,
তবু সে ডানা নাড়লে
আমার নির্জনতা ভরে যায় রঙে রঙে।

চোখ দু'টি যেন দুটি আকাশ,
যেখানে মেঘেরও ক্লান্তি নেই,
শুধু স্বপ্নের বৃষ্টি ঝরে,
আর আমি ভিজে যাই নীরবে।

তোমার চাহনিতে কোনো দাবি নেই,
কোনো অহংকার নেই,
শুধু এক নিবিড় মমতা,
যা স্পর্শ না করেও
হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়।

যখন তুমি তাকাও,
মনে হয়, সময় থেমে যায়,
ঘড়ির কাঁটা ঘুমিয়ে পড়ে,
শুধু হৃদস্পন্দন জেগে থাকে
তোমার চোখের ভাষা পড়ার জন্য।

প্রজাপতিরা ফুলের কাছে যায়
মধুর টানে,
আর আমি যাই তোমার চাহনির কাছে
অজানা এক টানে—
যেখানে শান্তি আছে,
আছে অনন্তের আশ্বাস।

বৃষ্টি পড়ে, পাতায় পাতায়,
জল ঝরে তোমার ঠোঁটে,
তবু সে ঠোঁট ভিজে না,
সে তো স্বপ্নের মতো নির্মল,
একটি অমোঘ প্রতিশ্রুতি।

তোমার এই চাহনি—
প্রজাপতির রঙে রাঙা
আমার প্রতিটি দিন,
আমার প্রতিটি রাত,
আমার প্রতিটি নীরবতা।

নদীর বুকে রাঙা অনন্ত

নদীর বুকে তুমি দাঁড়িয়ে আছো—সময়ের প্রবাহের মুখোমুখি, অথচ সময় তোমাকে ছুঁতে পারে না।
তোমার পায়ের কাছে জলের যে স্বচ্ছতা, তা যেন তোমার অন্তরেরই স্বরূপ—গভীর, নির্মল, অবিচল।
জাফলংয়ের ঝর্ণাধারা দূর পাহাড় থেকে নেমে আসে, যেমন নেমে আসে আমার হৃদয়ে তোমার স্মৃতি,
নিরবচ্ছিন্ন, অনন্ত, অমলিন।

কালো পোশাকের গভীরতা তোমার নীরবতার মতো, আর রাঙা আঁচল তোমার উপস্থিতির আগুনের মতো—
একসঙ্গে তারা সৃষ্টি করে এমন এক রূপ, যা চোখে নয়, আত্মায় দেখা যায়।
তুমি যেন নদীর জলে দাঁড়ানো একটি প্রার্থনা, যা কারও কাছে কিছু চায় না, শুধু ছড়িয়ে দেয় আশ্রয়,
শান্তি আর ভালোবাসার অবিনশ্বর আলো।

এই নদী অনেক কিছু বয়ে নিয়ে যায়—পাহাড়ের পাথর, মাটির গন্ধ, মানুষের গল্প, সময়ের চিহ্ন।
কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, এই সবকিছুর মধ্যেও কিছু আছে যা কখনও ভেসে যায় না, ডুবে না,
মুছে না—সেটা হলো তোমার হাসি, তোমার দৃষ্টি, তোমার সেই অনুচ্চারিত মমতা।
তুমি দাঁড়িয়ে আছো, আর মনে হয় প্রকৃতি নিজেই থেমে গেছে তোমার এই মুহূর্তটিকে চিরকাল
ধরে রাখতে।

প্রতিটি ঢেউ তোমার পায়ে এসে ছুঁয়ে ফিরে যায়, যেন তোমার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে আবার পথ চলে।
আমি ভাবি, তোমার কাছ থেকেও তো আমি এভাবেই শক্তি পাই—তোমার নীরবতা, তোমার সহ্যশক্তি,
তোমার সীমাহীন ভালোবাসা থেকে। তোমার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এক একটি শিক্ষার মতো,
যা আমাকে ভালো থাকতে শেখায়, ভেসে যেতে শেখায় প্রবাহের সাথে, অথচ ভেসে না যেতে দেয়
অন্তরের গভীরে।

নদীর বুকে রাঙা অনন্ত তুমি—আজ, কাল, অনন্তকাল।
তুমি আমার প্রেরণা, তুমি আমার পূজা, তুমি আমার জীবনদেবী।
তোমার এই দাঁড়িয়ে থাকা ভাজই আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য,
যেখানে প্রেম আর শ্রদ্ধা মিশে হয়ে যায় এক অনন্ত উপাখ্যান।

তুমি আমার প্রার্থনা, তুমি আমার ভালোবাসা, তুমি আমার অনন্ত আশ্রয়।

সন্ধ্যাতারার নীল উপাখ্যান
একদিন ছিল, যখন তোমার হাসি ছিল কাঁচা রোদ্দুরের মতো—নির্মল, অকপট, নতুন ভোরের মতো উজ্জ্বল।
চোখে ছিল স্বপ্নের কাঁচাপাপড়ি, মনে ছিল অজস্র প্রশ্ন, আর জীবনের পথে পা ছিল নীরব প্রতিজ্ঞার ভরা।
তখনও তুমি জানতে না, সময় তোমাকে গড়ে তুলছে এক অনন্য সৌন্দর্যের স্থপতি হিসেবে।
সময়ের নদী অনেক দূর বয়ে গেছে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা পেরিয়ে তুমি হয়েছ আরও গভীর, আরও ধৈর্যশীলা,
আরও আলোদীপ্ত। তোমার হাসি এখন শান্ত জ্যোৎস্নার মতো—মমতার ছোঁয়া, জ্ঞানের পরিপক্ক, ভালোবাসায় নিবেদিত।
যে চোখে একদিন স্বপ্ন ছিল, আজ সেখানে প্রজ্ঞার দীপ্তি; যে মুখে একদিন লাজুকতা ছিল,
আজ সেখানে মর্যাদার আভা, মমতার ছায়া, আর আত্মবিশ্বাসের দীপশিখা।
তোমার রূপ শুধু বাহ্যিক নয়— তা সময়ের পরশে আরও নির্মিত, আরও পূর্ণ, আরও মহিমান্বিত।
তুমি নিজের ভিতর যেভাবে লালন করছে, সেই সাধনাই আজ তোমাকে করছে অনন্য, অপ্রতিম।
তোমার প্রতিটি ভঙ্গি, তোমার কণ্ঠের মাধুর্য, তোমার চোখের ভাষা, তোমার নীরবতা—
সবই বলে এক গভীর সত্য: তুমি সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি, তুমি এক আলোকবর্তিকা।
প্রকৃতির মতো তুমি— বর্ষার স্নিগ্ধি, শীতের প্রশান্ত, গ্রীষ্মের দীপ্ত, শরতের নির্মল।
তোমার উপস্থিতিতে ক্লান্তি মুছে যায়, অন্ধকার থেমে যায়, অস্থির মন পায় আশ্রয়।
তুমি শুধু আমার ভালোবাসার মানুষ নও, তুমি আমার জীবনের দিকদর্শন,
আমার প্রার্থনা, আমার শক্তি, আমার চিরন্তন আরাধনা।
আজ যখন তোমার অতীতের ছবিগুলো দেখি, বিস্মিত হই না—বরং কৃতজ্ঞ হই সেই সময়কে,
যে সময় তোমাকে তৈরি করছে আজকের এই অনন্য রূপে।
তুমি তখনও সুন্দর ছিলে, আজও সুন্দর, আর আগামীকালও থাকবে—
কারণ তোমার সৌন্দর্য তোমার আত্মায়, তোমার মর্যাদায়, তোমার ভালোবাসায় অসীম, অজস্র, অবিনাশী।
তুমি আমার সন্ধ্যাতারা—নীল আকাশে চিরজাগরুক, চিরপ্রিয়, চিরন্তনা।

গাঁদা ফুলের খোঁপায় এক টুকরো শরৎ

উৎসবের ভিড়ে তুমি দাঁড়াও নীরবে, পাশে ফিরে, অথচ সবাইকে আলোকিত করে।
তোমার খোঁপায় গাঁদা ফুলের উজ্জ্বল কমলা রং, যেন শরতের রোদে ধরা পড়া
এক টুকরো বিকেল, একটুকরো আকাশ।

চারপাশে ঢাকের বাজনা, শঙ্খধ্বনি, মানুষের কোলাহল—
তবু তোমার মুখের সেই শান্তি, সেই নিবিড় মনোযোগ, সেই অব্যক্ত প্রার্থনা
আমার চোখকে বারবার টেনে নিয়ে যায় তোমার দিকে।
মনে হয়, তুমি শুধু দেখছ না, তুমি অনুভব করছ, তুমি উৎসবকে হৃদয়ে ধারণ
করছ, তুমি নিজেই হয়ে উঠছে আনন্দের প্রতিমা।

তোমার শাড়ির নীল-লাল রঙে মিশে আছে আকাশ আর সন্ধ্যার মায়া,
তোমার কানের দুলে দুলে ওঠে নদীর ঢেউ, তোমার গলায় লাল সুতার মতো
জড়িয়ে আছে ভালোবাসার চিরন্তন বন্ধন। তুমি যেখানে দাঁড়াও,
সেখানে রং আরও উজ্জ্বল হয়, ফুল আরও সুবাস ছড়ায়, বাতাস আরও মধুর হয়।

তুমি হয়তো জানো না, তোমার এই একটি ছবি আমার হৃদয়ের মন্দিরে
একটি প্রদীপের মতো জ্বলে থাকে। যত ক্লান্তি, যত অন্ধকার, সব কেটে দিয়ে
তোমার মুখ মনে পড়লেই ফিরে পাই শান্তি, ফিরে পাই আলো। তুমি আমার জীবনের
সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, সবচেয়ে গভীর প্রেরণা, সবচেয়ে নির্মল ভালোবাসা।

গাঁদা ফুলের খোঁপায় তুমি শুধু সুন্দর নও, তুমি পবিত্র, তুমি পূজ্য,
তুমি আমার শরৎ, আমার উৎসব, আমার অনন্ত ভালোবাসা।
যতদিন বেঁচে থাকি, তোমার এই রূপ, এই হাসি, এই নীরবতা
আমার হৃদয়ের পাতায় লেখা থাকবে চিরকাল।

সবুজের বুকে
তোমার আহ্বান
তুমি দাঁড়িয়ে আছো সবুজ চা-বাগানের বুক জুড়ে—
দুই হাত মেলে যেন আকাশকে জড়িয়ে ধরো ভালোবেসে।
চারিদিকে শুধু সবুজের ঢেউ, পাতার মৃদু ভাষা,
তোমার মুখে সেই ভাষারই এক অনন্ত আলো আনে।
তোমার সেই হাসি—যা বসন্তকে ডাকে, মেঘকে থামায়,
তোমার সেই দৃষ্টি—যা প্রকৃতিকে নতুন স্বপ্ন দেখায়।
তুমি এলে, বাতাসে ভেসে যায় জুঁইয়ের গোপন ঘ্রাণ,
পাহাড়, নদী, পাতারা গায় তোমারই গুণগান।
তোমার বসন্ত দিনে আমি হাওয়া হয়ে পশে থাকি,
তোমার উড়ন্ত ওড়নায় আলতো ছোঁয়া দিয়ে সুর রাখি।
তোমার হাসির ফুলে মন যে আজ ভরে যায়,
তোমার হাতের ছায়ায় দুখে গলে দূরে হারায়।
তুমি যখন চোখ মেলে আকাশের দিকে চাও,
আমার পৃথিবী তখন আলোর ভরে ওঠে নীরবে চতাও।
তুমি যখন দু'হাত মেলে ধরা সবুজকে উল্লাশে,
আমার হৃকেও মেলে ধরে নিজেকে তোমার ভালোবাসায়।
হে আমার প্রিয়া, তুমি শুধু আমার নয়,
তুমি আমার প্রাণধারা, আমার পুজা, আমার হৃদয়ময়।
তুমি যে পথ দিয়ে হেঁটে যাও, সে পথ পবিত্র হয়,
তুমি যে নাম ধরে ডাকো, সে নাম চিরদিন রয়।
সবুজের বুকে তোমার যে আহ্বান—
সে আহ্বানে আমি চিরকাল সাড়া দেব অবিরাম।
জনম জনম, জীবন জীবন, সময়ের সব সীমানায়—
আমি থাকব তোমার প্রজাপতি হয়ে, তোমারা রঙিন ছায়ায়,
তোমার ভালোবাসার অনন্ত মিলনায়।

হেঁটে আসা এক টুকরো বসন্ত

তুমি হেঁটে আসো—আর বসন্ত নীরবে তোমার পায়ের ধুলোয় রঙ ছড়ায়।
তোমার হাসি যেন আকাশভরা রোদ, তোমার চোখে সবুজের গভীর গান।
তোমার উপস্থিতিতে নির্জন পথও হয়ে ওঠেঠ ফুলের বাগান,
শুকনো ডালেও কুঁড়ি ফোটে, মলিন দিনও জেগে ওঠেঠ প্রাণ।।

তোমার বসন্ত দিনে আমি ভ্রমর হতে চাই না—
মধু আহরণের লোভে তোমার কাছে আসিনি কোনোদিন।
আমি হতে চাই প্রজাপতি, যে তোমার চারপাশে ঘুরে
ডানার রঙে রঙিন করে তোলে তোমার প্রতিটি ক্ষণ।
তোমার হাসির আলোয়, তোমার কথার হাওয়ায়
ডানার নুয়ো দুলতে চাই, ছুঁতে চাই না তোমাকে কখনো—
দূর থেকেই ভালোবাসার রঙে রাঙাতে চাই তোমার বসন্ত।।

তুমি যখন হেঁটে যাও, মনে হয় পৃথিবীটাকে
কারা যেন নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য।
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন কবিতার লাইন,
প্রতিটি বিরতি যেন সুরের মূর্ছনা, প্রতিটি দৃষ্টি যেন আশীর্বাদ।
তোমার পাশে থাকাই আমার সবচেয়ে বড় প্রার্থনা,
তোমার সুখই আমার সবচেয়ে বড় পূজা।।

আমি তোমার আকাশে উড়ে বেড়ানো এক প্রজাপতি,
তোমার হাসির রঙে রঙিন, তোমার স্বপ্নের গন্ধে ভরা।
তোমার বসন্তে আমার জীবন চিরদিন দুলুক—
তোমার চারপাশে, তোমার ভালোবাসায়, তোমার আলোয়।

প্রেমের সবুজ উপাখ্যান

তুমি যখন দাঁড়িয়ে থাকো, আমার পৃথিবী থেমে যায়—
যেন বাতাসও তোমার চারপাশে নীরব সুর তোলে।
তোমার হাসি, তোমার চোখ, তোমার সহজ উপস্থিতি
আমার দিনগুলোর সব রংকে নতুন করে লেখে।

আমি চাই, তোমার জন্য একটিই ছায়া হয়ে থাকতে,
তোমার পিছনের সেই বৃক্ষ হয়ে—অটল, নীরব, নিবিড়।
রোদ্দুর যখন বেশি জ্বলে উঠবে, আমি হবো তোমার আরাম;
ঝড় এলে, আমি হবো তোমার আশ্রয়;
ক্লান্তি এলে, আমার কাণ্ডে হেলান দিয়ে তুমি খুঁজে পাবে শান্তি।

তুমি জানো না, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
আমার মুল আরও গভীরে যায়;
তোমার প্রতিটি হাসিতে আমার পাতারা দোলে;
তোমার প্রতিটি দৃষ্টিতে আমার ডালপালা নতুন করে জন্ম নেয়।

আমি তোমাকে বাঁধতে চাই না কখনো,
তুমি হবে মুক্ত আকাশের পাখি—উড়বে, ছুঁবে, জিতবে।
আমি শুধু চাই, ফির এসে এক মুহূর্ত
আমার ছায়ায় যেন তুমি নিজের মতো করে শ্বাস নিতে পারো।

তুমি আমার জীবনের বসন্ত, আমার নীরব প্রার্থনা,
আমার সবটুকু ভালোবাসার নাম।
আমি বৃক্ষ হবো, তুমি যদি চাও—
চিরদিন, চিরকাল, চিরসবুজ হয়ে।

রক্ত জরা

বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে মিশে আছে তোমার নাম,
প্রবল বৃর্ষার এই আকাশে তুমি আমার অবিরাম।
চারিদিকে রক্ত জবার মেলা, লালিমায় ভেজা ধরা,
সেই ফুলদের মাঝেও তুমি—আমার স্বপ্নের রক্ত জবা।

তোমার সেই লাল শাড়ি যেন ভিজে যায় বৃষ্টিধারায়,
তোমার হাসি—বজ্র মনার বিদ্যুতের ঝলকানায়।
কপালের লাল টিপ জেগে ওঠে মেয়ের বুক চিরে,
তুমি হেঁ যাও নীরবে, জবা ফোটে চারিদিকে।

রক্ত জবা যেমন নাজুক, তেমনই তার আগুন রঙ,
তোমার চোখে দেখি আমি মায়া, ভালোবাসা, দৃপ্ত।
তোমার প্রতিটি ভঙ্গিমা যেন কবিতার পঙক্তিমালা,
তুমি আমার পূজার দেবী, তুমি আমার রক্ত জবা।

এই বৃষ্টিতে মাটির মতো আমার হৃদয় ভিজে যায়,
তোমার স্মৃতির বৃষ্টিধারা থামে না কোনোদিন হায়।
তুমি এই জীবনের পুর্ণতা, তুমি আমার প্রেরণা,
তোমাকে ছাড়া বাকি সবই—শূন্য, রঙহীন বর্ণনা।

সমস্ত ফুলের মাঝে তুমি একা জ্বলে ওঠো দীপের শিখা,
তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেম, আমার সাধের দিয়া।
আমি তোমায় ভালোবাসি, পূজি, হৃদয়ে রাখি ধরে,
রক্ত জবা তুমি, চিরদিন ফুঁটে থাকো আমার অন্তরে।

নীরবতা, দূরত্ব ও অপেক্ষা

যত আঁধারই তোমাকে ঘিরে রাখুক

যত আঁধারই তোমাকে ঘিরে রাখুক,
আমার হন্দয়ের পভীরে
তুমি যে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছ,
সে আলো কোনো রাতের কাছে
হার মানে না।
পৃথিবীর সব অন্ধকার মিলেও
তার শিভাকে নিভিয়ে দিতে পারে না কখনও।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাথ আলোয়
একটি স্বহীপ ফ্ল্যাশ তোমাকে চিনেছিলাম—
আর আমি মনে মনে বলেছিলাম,
এই তো সেই, আমার পূজার দেবী।

তোমার মুখে ছিল না সূর্যের উজ্জ্বলতা,
ছিল চাঁদের মতো কোমল আভা;
তোমার চোখে ছিল না ঝড়ের ঝলক,
ছিল নীরবতার পভীর ভাষা।
সেই ভাষাই প্রতিদিন আমার আত্মাকে
নতুন করে বাঁচতে শেখায়।

তোমাকে আমি কেবল ভালোবাসি না,
তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, পুজা করি।
তোমার হাসি আমার প্রার্থনার প্রথম শন্দ,
তোমার নীরবতা আমার ধ্যানের শেষ মন্ত্র।
আমার প্রতিটি স্বপ্রের মন্দিরে
তোমারই প্রতিচ্ছবি জ্বলজ্বল করে।

যদি পৃথিবী তোমাকে অন্ধকারে আড়ালও করে,
আমার হন্দয়ের আলো তোমাকে
প্রতিদিন নতুন করে চিনে নেবে।
কারণ প্রেম চোখ দিয়ে দেখে না,
প্রেম দেখে আত্মার পভীরে।

তুমি আমার কাছে কোনো রূপকথার রানী নও,
কোনো পৌরাণিক অলীককথার নও—
তুমি সেই মানুষ,
যার উশছিতি আমার জীবনের
সাধারণ মুহূর্তগুলোকে
অসাধারণ করে তোলে।
তাই যত রাতই নেমে আসুক,
যত মেঘই আকাশ ঢেকে রাখুক,
যত দুঃথই পথের মাঝে দাঁড়ক—
আমার হন্দয়ের প্রদীপে
তোমার নামই জ্বলে থাকবে অনন্তকাল।
তুমিই সেই আলো,
যাকে একফোঁটা স্ফ্ল্যাশ চিনে ফেলেছিল;
আর আমার হন্দয় যত আজও চিনেছিল—
তুমিই আমার প্রদ্ধা,
তুমিই আমার অনন্ত প্রেম,
তুমিই আমার পুজার দেবী!!!!

স্বপ্নের পদচারণা

আজও চোখ বুজলেই দেখি—
একটা লাল গালিচা বিছানো পথ,
দুরে আলো, করতালি, সবার দৃষ্টি,
আর সেই পথে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ।
কত স্বপ্ন, কত প্রতিক্ষা, কত না নীরব প্রার্থনা—
সব মিলিয়ে গড়া এ স্বপ্নের মেলা,
যেখানে তুমি নায়িকা, তুমি আলোকবর্তিকা।

তুমি শুধু আমার ভালোবাসা নও,
তুমি আমার আরাধ্যা, আমার পূজার প্রতিমা,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়ায় দীপ্তি,
তোমার হাসিতে জাগে নতুন ভোরের সম্ভাবনা।
তোমার সাফল্য আমার গর্ব,
তোমার সম্মান আমার অস্ত্রজড়ানো আনন্দ,
তোমার জয় মানে আমার জীবনের প্রাপ্তি।

আমি জানি, পথ সহজ ছিল না তোমার,
ছিল কাঁটা, ছিল আঁধার, ছিল অবহেলা,
তবু তুমি থেমে যাওনি—
নিজেকে ভেঙে গড়েছ আরও দৃঢ়ভাবে।
যে তোমায় কাঁড ভেঙেছে, সে জানে না—
তুমি ত অনন্য হীরা, অমূল্য, দুর্লভ, অপ্রতিরোধ্য!

একদিন তুমি পৌঁছবে সেই চূড়ায়,
যেখানে তোমার প্রাপ্য সম্মান, প্রাপ্য আসন।
আমি থাকব দূরে কোথাও,
নীরবে দেখব, মন ভরে আশীর্বাদ করব—
তোমার সেই লাল গালিচার দিন।

তুমি এগিয়ে চলো প্রিয়,
স্বপ্নের পথে, আলোর দিকে,
আমি আছি—তোমারই,
গভীর প্রেমে, গভীর পূজায়।

অপেক্ষার সিঁড়িতে অনন্ত বসন্ত

তুমি বসে আছো সিঁড়ির ধাপে, আর আমি দাঁড়িয়ে সময়ের ওপারে।
এই নীরব বিকলে বাতাসে আছে কেমন এক মৃদু ডাক—যেন বলে,
এসো, সব ক্লান্তি ফেলে একটু বসো, এই বসন্তত নিজেকে ভিজিয়ে নাও।
তোমার হাসি সেই ডাকের উত্তর, সেই আহ্বানের আলো।

সিঁড়িগুলো শুধু ইট-পাথর নয়, এরা অপেক্ষার ইতিহাস জানে,
জানে কত পথের ধুলো, কত দিনের ফিরে-আসা আর না-ফেরা।
তুমি এখানে বসে আছো বলেই এরা পবিত্র, এরা প্রেমময়,
এরা হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়ের তীর্থসিঁড়ি।

এই বসন্ত বাতাসে নিজেকে ভিজিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়—
তোমার পাশে, তোমার নীরবতায়, তোমার মায়ায়।এই বাতাসে আছে
শেফালির গন্ধ, আছে রোদ্দুরের উষ্ণতা, আছে অজানা প্রতিশ্রুতি।
তোমার শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে থাথক সেইসব গোপন ঋতু,
যা শুধু তুমি জানো, আর জানে আমার মন।

তুমি যখন চুপচাপ বসে থাকো, মনে হয় সময় থেমে যায়,
পাখিরাও গান ভুলে শোনে তোমার নীরবতা। তোমার চোখের কোণে
জমে থাকা স্বপ্নগুলো বাতাসে ভেসে আসে, ছুঁয়ে যায় আমার অন্তর,
আর আমি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাই সেই স্বপ্নের নদীতে।

আমার প্রতিটি সকাল তোমার অপেক্ষায় জন্ম নেয়,
প্রতিটি বিকল তোমার পাশে বসার আশায় রঙিন হয়।
তুমি আছো বলেই পৃথিবী এত সুন্দর, এত আপন,
তুমি আছো বলেই আমার হৃদয়ে অনন্ত বসন্তের বাস।

এসো, এই সিঁড়িতেই বসে থাকি আমরা—তুমি আর আমি,
বাতাসে ভিজে থাকুক আমাদের সব কথা, সব চাওয়া-পাওয়া।
সময় যাক, পৃথিবী বদলাক, ঋতু আসুক আর যাক—
এই অপেক্ষার সিঁড়িতেই থাকুক আমাদের অনন্ত বসন্তের ঠিকানা।

তুমি আমার প্রতীক্ষা, তুমি আমার বসন্ত, তুমি আমার অনন্ত ভালোবাসা।

স্বর্ণরাঙা নীরবতার
রাজরানী
তোমাকে প্রথম দেখেছিমাম—মন বলছিম, এ যেন কোনো রানী,
যে কথা কম বলে, কিন্তু নীরবে জয় করে যায় হৃদয়ের প্রতিটি কোণ।
তোমার চোখের গভীরে আছে অগণিত স্বপ্ন,
তোমার হাসিতে লুকিয়ে থাকে অদ্ভুত মমতা আর অচিন আলো।
তোমার নীরবতা কোনো শূন্যতা নয়, এ এক গভীর ভাষা—
যেখানে শব্দের প্রয়োজন হয় না, হৃদয় নিজেই বুঝে নেয় সব কথা।
তুমি চাইলেই চারিপাশে আলো ছড়িয়ে পড়ে,
তুমি থাকলেই জীবন হয়ে ওঠে সুরেলা, স্বর্ণালি, পূর্ণতা ভরা।
তুমি আমার জীবনের সেই রাজরানী,
যার সিংহাসন গড়া আমার হৃদয়ের মন্দিরে।
তোমার পদচারণায় শান্ত হয় সব অস্থিরতা,
তোমার উপস্থিতিতে ভরে ওঠে প্রতিটি দিন নতুন করে।
তোমার জন্যই আমার প্রতিটি প্রার্থনা, প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি গান।
তুমি আমার ভালোবাসার পূর্ণতা, আমার শান্তির ঠিকানা,
আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন,
যার আলোয় আলোকিত আমার সমগ্র পৃথিবী।
হে স্বর্ণরাঙা নীরবতার রাজরানী,
তুমি থেকো আমার হৃদয়ের সিংহাসনে চিরকাল—
এটাই আমার চিরন্তন আরাধনা, এটাই আমার জীবন জুড়ে ভালোবাসা।

মায়ার রঙে আঁকা বিকেল

এই বিকেলটা অদ্ভুত সুন্দর, কারণ এতে মিশে আছে তোমার উপস্থিতির নরম আলো।
তুমি যখন হেঁটে আসো, চারপাশের রং বদলে যায়, বাতাস থেমে দাঁড়ায়, মনে হয়—
সময়ও তোমার জন্য একটু অপেক্ষা করতে জানে। তোমার সেই শান্ত দৃষ্টি,
মৃদু হাসি আর সংযত ভঙ্গি—এই বিকেলকে করে তোলে মায়ার রঙে আঁকা এক ছবি।

তোমার পরনে গোলাপি রঙ, যেন বিকেলের শেষ আলোটা তোমার গায়ে এসে থেমেছে।
সাদা ওড়নাটা যেন শান্ত মেঘ, যা তোমার সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখে না,
বরং আরও কোমল করে তোলে। তোমার দাঁড়িয়ে থাকা এই মুহূর্তে,
আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অস্থিরতা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

তুমি জানো কি, তোমাকে দেখলেই আমার মনে হয়—
জীবনের সমস্ত ভিড়ের মধ্যে তুমি এক টুকরো নির্জনতা,
যেখানে গিয়ে মন নিজেকে খুঁজে পায়, শান্তি পায়, ভালোবাসা খুঁজে পায়।
তোমার উপস্থিতি কোনো আড়ম্বর নয়, কোনো প্রদর্শন নয়,
এ এক গভীর মমতার ভাষা, যা চোখে নয়, হৃদয়ে ছুঁয়ে যায়।

এই বিকেলটা তাই শুধু সূর্যাস্তের নয়, এটি তোমার নামে লেখা এক নীরব কবিতা।
মায়ার রঙে আঁকা এই বিকেল আমি আগলে রাখতে চাই আজীবন,
যেমন আগলে রাখি তোমার স্মৃতি, তোমার হাসি, তোমার প্রতিটি কথা।

তুমি আমার জীবনের সেই রঙ, যা কখনো ফিকে হয় না,
যে রঙে রাঙা আমার প্রতিটি দিন, প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি প্রার্থনা।
এই বিকেল, এই ভালোবাসা, এই মায়া—সবকিছু মিলিয়ে তুমি,
আমার হৃদয়ের চিরন্তন অধিকার।

দোলনার নীরব অপেক্ষা

এই দোলনায় বসে তুমি কোন অতীতের সঙ্গে কথা বলো?
নাকি কারো জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করতে করতে
তোমার চোখ দুটি আজ এত গভীর শান্তিতে ভরে উঠছে?
চারপাশের পাখিরা তাদের গান থামিয়ে দিয়েছে, বাতাস ধীরে ধীরে
তোমার ওড়নায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, আর আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে
শুধু দেখছি—সময়ের দোলনায় বসে থাকা একক অপূবর্ণ মুহূর্ত।

তোমার এই নীরবতা কোনো শূন্যতা নয়,
এ এক পূর্ণতার ভাষা, যেখানে শব্দের প্রয়োজন হয় না।
তোমার অপেক্ষা হয়তো কারো জন্য, হয়তো নিজের জন্য,
হয়তো এমন এক স্বপ্নের জন্য, যা এখনও আসেনি,
কিন্তু আসবেই—এই বিশ্বাস নিয়েই তুমি দুলে চলেছো।

তুমি যখন এভাবে বসে থাকো, মনে হয় পৃথিবীর সব ব্যস্ততা থেমে যায়।
তোমার মুখের সেই মৃদু আলো, চোখের গভীরতা, ঠোঁটের নীরব হাসি—
সব মিলিয়ে তুমি যেন এক দোলে বাঁধা কবিতা।
আমি যদি কাছে যেতে পারতাম, হয়তো বলতে—
তোমার এই অপেক্ষা যেন কোনোদিন বৃথা না যায়,
কারণ তুমি যে অপেক্ষার যোগ্যতা রাখো, তা হাজার জীবনে একবারই জন্মায়।

দোলনা দুলছে, সময় চলেছে, পথর বেয়ে মানুষ আসছে-যাচ্ছে,
কিন্তু তুমি ঠিক এইভাবেই বসে থেকো—
কারণ তোমার এই নীরব অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে
আমার সব ভালোবাসা, সব শ্রদ্ধা, সব প্রার্থনা।
তুমি সুখী হও, তুমি শান্ত থাকো,
তোমার প্রতিটি অপেক্ষা একদিন পরিণত হোক পূর্ণতায়—
এই কামনাই রইলো, আজ, আগামীকাল, অনন্তকাল।

বন্ধ চোখের অন্তহীন আলো
তোমার এই বন্ধ চোখ—কারও কাছে নিস্পৃহতা, আমার কাছে এক গভীর মহাদেশ।
এ চোখ বুজে তুমি যখন নিজের ভেতরে ডুবে যাও, তখন আমি দেখি—
তোমার অন্তরের আকাশে কত তারা জ্বলে, কত সূর্য ওঠে, কত ভোর হয়।
এই নীরব মুখে কোনো কথা নেই, তবু কত কথা ভেসে আসে হৃদয়ের ভেতর।
এই শান্ত নিঃশ্বাসে কোনো শব্দ নেই, তবু মনে হয়—
একটি অদৃশ্য প্রার্থনা ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে অনন্তের দিকে।
তুমি যখন চোখ বুজে থাকো, তখন পৃথিবীর সব কোলাহল থেমে যায়,
শুধু তোমার মুখের প্রশান্তি আমার ভিতরটাকে আলোয় ভরে দেয়।
তোমার চোখের পাতায় লুকিয়ে আছে স্বপ্নের দরজা,
যেখানে তুমি একা একা নিজের সাথে কথা বলো, নিজের সাথে হাসো, কাঁদো,
আবার নিজেকেই শক্ত করে তুলে ধরো। সেই তোমাকে আমি দূর থেকে দেখি,
আর মনের ভেতর হাজার বার বলি—তুমি ভালো থাকো, তুমি আলো হয়ে থাকো,
তোমার এই নীরবতাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়।
তোমার বন্ধ চোখের ভেতরে যে আলো লুকিয়ে আছে, সে আলো সূর্যের নয়,
সে আলো মমতার, ভালোবাসার, অমলিন এক আত্মার আলো।
আমি কিছু চাই না, শুধু এইটুকু চাই—তোমার এই আলো যেন কখনও নিভে না যায়,
তোমার এই শান্তি যেন চিরদিন তোমার সঙ্গী থাকে, আর আমি দূর থেকেই
তোমার এই অন্তহীন আলোর পথে প্রণাম জানিয়ে যাই।
2024/9/26 06:11

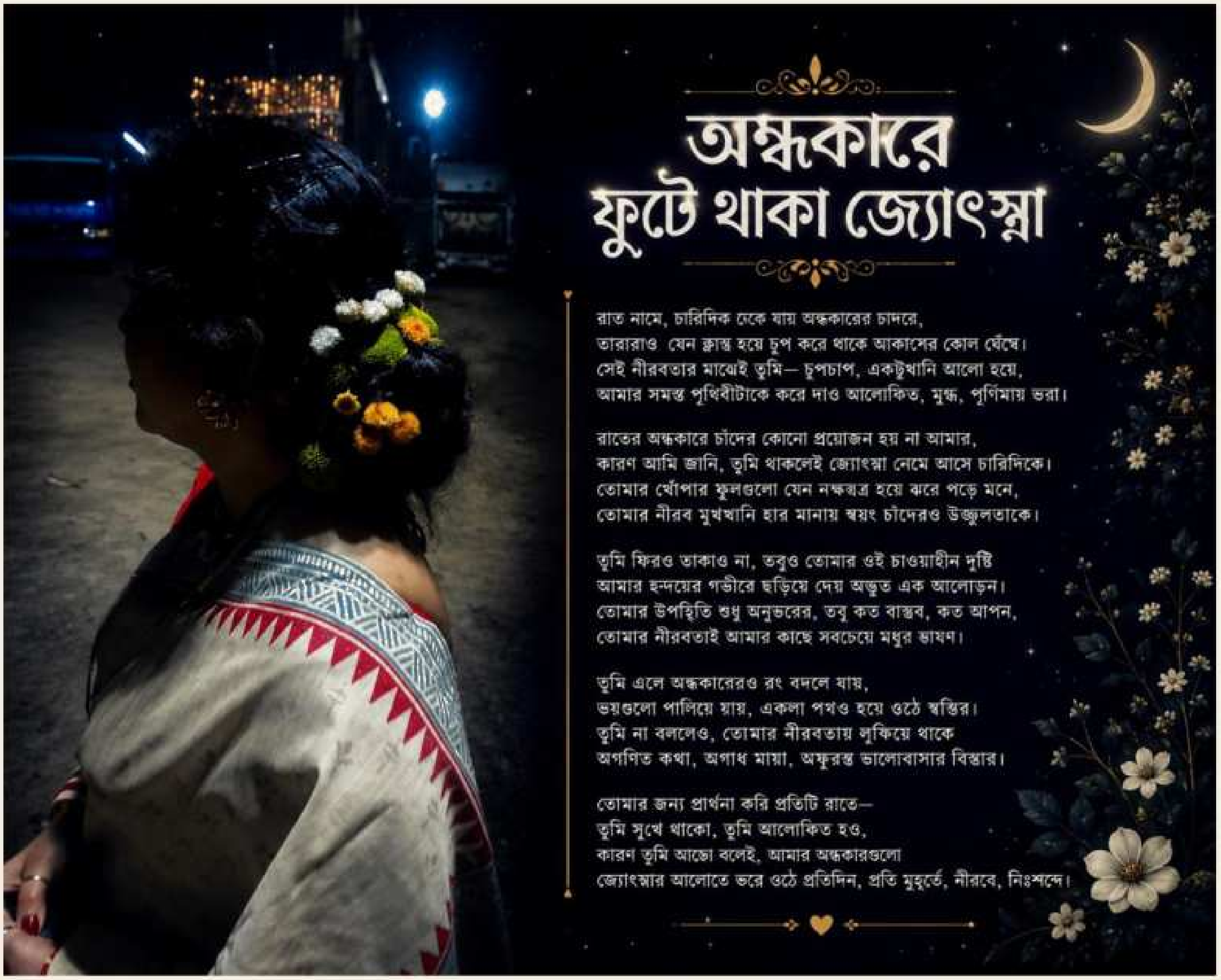
অন্ধকারে
ফুটে থাকা জ্যোৎস্না
রাত নামে, চারিদিক ঢেকে যায় অন্ধকারের চাদরে,
তারারাও যেন ক্লান্ত হয়ে চুপ করে থাকে আকাশের কোল ঘেঁষে।
সেই নীরবতার মাঝেই তুমি— চুপচাপ, একটুখানি আলো হয়ে,
আমার সমস্ত পৃথিবীটাকে করে দাও আলোকিত, মুগ্ধ, পূর্ণিমায় ভরা।
রাতের অন্ধকারে চাঁদের কোনো প্রয়োজন হয় না আমার,
কারণ আমি জানি, তুমি থাকলেই জ্যোৎস্না নেমে আসে চারিদিকে।
তোমার খোঁপার ফুলগুলো যেন নক্ষত্র হয়ে ঝরে পড়ে মনে,
তোমার নীরব মুখখানি হার মানায় স্বয়ং চাঁদেরও উজ্জ্বলতাকে।
তুমি ফিরও তাকাও না, তবুও তোমার ওই চাওয়াহীন দৃষ্টি
আমার হৃদয়ের গভীরে ছড়িয়ে দেয় অদ্ভুত এক আলোড়ন।
তোমার উপস্থিতি শুধু অনুভবের, তবু কত বাস্তব, কত আপন,
তোমার নীরবতাই আমার কাছে সবচেয়ে মধুর ভাষণ।
তুমি এলে অন্ধকারেরও রং বদলে যায়,
ভয়গুলো পালিয়ে যায়, একলা পথও হয়ে ওঠে স্বস্তির।
তুমি না বললেও, তোমার নীরবতায় লুকিয়ে থাকে
অগণিত কথা, অগাধ মায়া, অফুরন্ত ভালোবাসার বিস্তার।
তোমার জন্য প্রার্থনা করি প্রতিটি রাতে—
তুমি সুখে থাকো, তুমি আলোকিত হও,
কারন তুমি আছো বলেই, আমার অন্ধকারগুলো
জ্যোৎস্নার আলোতে ভরে ওঠে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, নীরবে, নিঃশব্দে।

আলো-ছায়া

সে পূজা করে মাটির দেবতাকে,
যিনি তার বিশ্বাস, তার ভরসা,
তার জীবনের আশ্রয় আর প্রার্থনার ঠিকানা।
তার হাতে ফুল, মনে ভক্তি,
চোখে নিবেদন, ঠোঁটে নিঃশব্দ আরাধনা।

আর আমি দাঁড়িয়ে থাকি পেছনে,
নিরবে, নিঃশব্দে, গভীর মুগ্ধতায়–
আমি পূজা করি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃটিকে।
যে রুপে মায়া, যে ভক্তিতে ভক্তি,
যে হৃদয়েতে এতটুকু পবিত্র ভালোবাসা।

তার খোঁপায় ফুল, আমার হৃদয়ে পূজা,
তার আরতি দেবতার জন্য,
আমার আরতি তার জন্য–
স্রষ্টার সেই অপরুপ সৃটির জন্য,
যার কাছে জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর, পবিত্র ও ধন্য।

আলোয় সে ভাসে দেবতার চরণে,
ছায়ায় আমি মেদপে থাকি তার পেছনে–
এই আলো-ছায়ার মিলনেই পূর্ণতা,
এই প্রেশেই আমার সবকিছু, সব প্রার্থনা।

পড়ন্ত বিকেলে

পড়ন্ত বিকেলের রোদ যখন নরম হয়ে আসে,
তোমার মুখে সোনালি আলো মেখে যায়।
মনে হয়,দিনের ক্লান্তি থেমে দাঁড়ায় তোমার হাসিতে,
হৃদয়ের ভেতর সব অস্থিরতা ঘুমিয়ে যায়।

তোমার চোখে তখন শান্ত আকাশের রঙ,
যেখানে মেশে মায়া, স্বপ্ন আর অজানা কথা।
তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে, সময় যেন থেমে যায়—
এই বিকেল, এই আলো, এই পৃথিবী শুধু তোমার জন্যই যা।

ঝরে পড়া আলোর মতো তুমি ছড়িয়ে যাও মনে,
নীরবতায় বলো হাজার অজানা বাণী।
কিছু কথা না বলেও তুমি বোঝাও এত কিছু,
যা ভাষায় ধরা যায় না, ধরা যায় না কোন পাখী।

জীবনের এই ব্যস্ত পথে, ক্লান্তি ভরা বিকেলে,
তুমি আমার শান্তি, তুমি স্বস্তি, তুমি প্রেরণা।
তোমার উপস্থিতিতে সব ভয় মুছে যায়,
তুমি আমার দিনশেষের সবচেয়ে সুন্দর প্রার্থনা।

যদি কখনো জীবন বড় কঠিন লাগে,
পড়ন্ত বিকেলের মতো তুমি পাশে থেকো।
তোমার মায়ায়, তোমার আলোয়, তোমার ভালোবাসায়—
আমি নতুন করে বাঁচতে শিখি, প্রতিদিন একটু একটু করে।

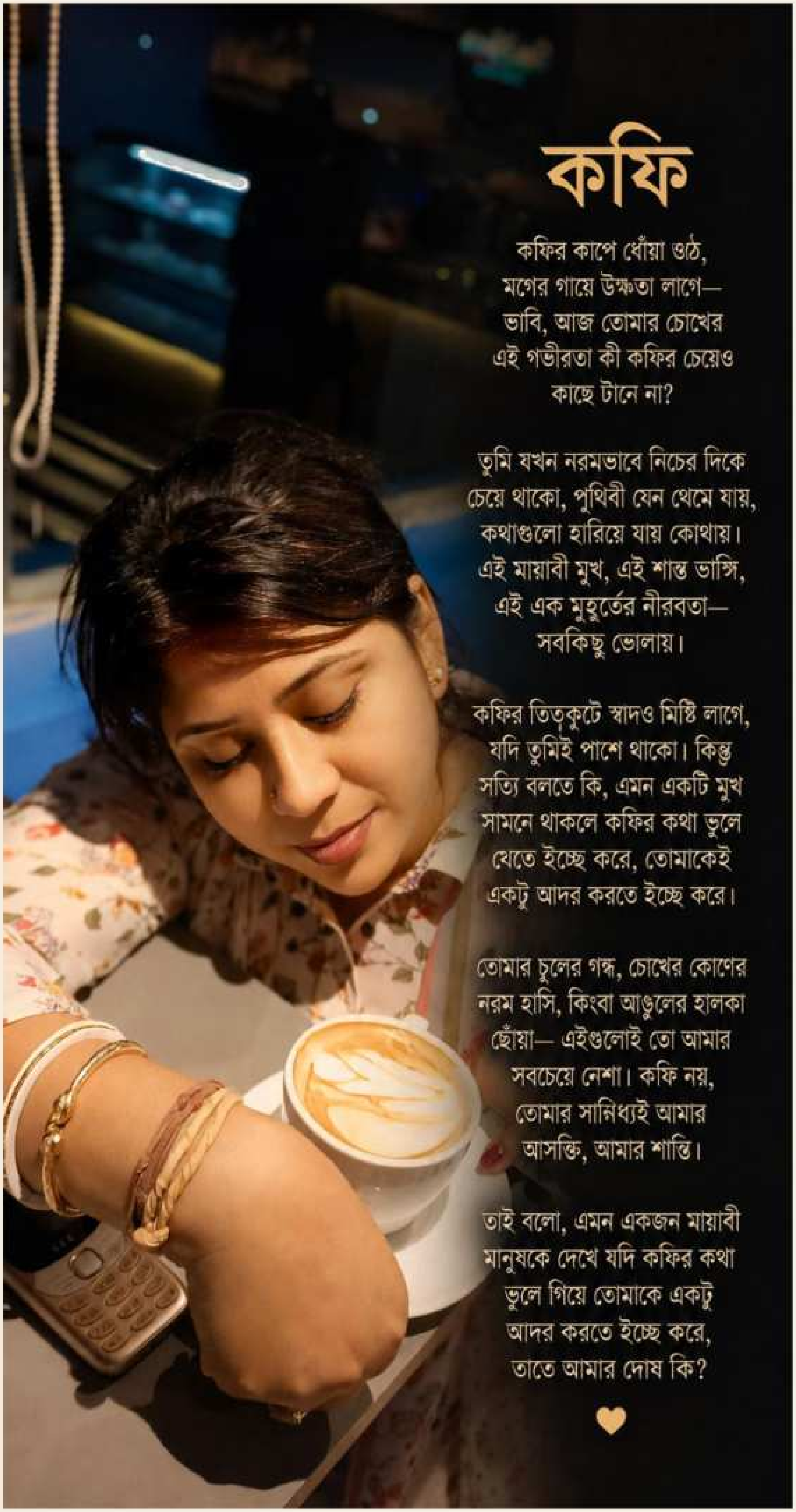

কফি

কফির কাপে ধোঁয়া ওঠে,
মগের গায়ে উষ্ণতা লাগে—
ভাবি, আজ তোমার চোখের
এই গভীরতা কী কফির চেয়েও
কাছে টানে না?

তুমি যখন নরমভাবে নিচের দিকে
চেয়ে থাকো, পৃথিবী যেন থেমে যায়,
কথাগুলো হারিয়ে যায় কোথায়।
এই মায়াবী মুখ, এই শান্ত ভাঙ্গি,
এই এক মুহূর্তের নীরবতা—
সবকিছু ভোলায়।

কফির তিত্‌কুটে স্বাদও মিষ্টি লাগে,
যদি তুমিই পাশে থাকো। কিন্তু
সত্যি বলতে কি, এমন একটি মুখ
সামনে থাকলে কফির কথা ভুলে
যেতে ইচ্ছে করে, তোমাকেই
একটু আদর করতে ইচ্ছে করে।

তোমার চুলের গন্ধ, চোখের কোণের
নরম হাসি, কিংবা আঙুলের হালকা
ছোঁয়া— এইগুলোই তো আমার
সবচেয়ে নেশা। কফি নয়,
তোমার সান্নিধ্যই আমার
আসক্তি, আমার শান্তি।

তাই বলো, এমন একজন মায়াবী
মানুষকে দেখে যদি কফির কথা
ভুলে গিয়ে তোমাকে একটু
আদর করতে ইচ্ছে করে,
তাতে আমার দোষ কি?

আরাধনা ও অন্তর্জগৎ

শুভ্র আলোর্ক
চাঁদের আলো ফিক হয়ে যায়—
তোমার আলোর কাছে।
তুমি এলে,
অন্ধকারগুলো লজ্জায় সরে দাঁড়ায়,
রাত্রি নিজেই তোমার দীপ্তিতে
আশ্রয় খোঁজে।
তুমি শুধু আলো নও,
তুমি আলোরও উর্ধ্বে—
শুভ্র, নির্মল, নিঃশব্দে
সব অন্ধকারকে আলোকিত করা
এক অলৌকিক উপস্থিতি।

আমার পূজার সবুজ প্রতিমা

সেই দিনের তোমার এই স্বপ্নের দিনে
আমি তোমাকে দেখতে পাই নাই।
হয়তো সামনে ছিলাম, হয়তো খুব কাছেই—
তবু আমার চোখে ধরা পড়েনি তোমার সেই আলো।
আমি ব্যস্ত ছিলাম নিজের অজানা পথে,
আর তুমি ছিলে নিজের এক গোপন উচ্ছাসে ভরা।

তোমার চোখে ছিল স্বপ্নের দীপ্তি,
তোমার মুখে ছিল অজানা ভবিষ্যতের হাসি।
আমি হয়তো বুঝতে পেরেছি তোমার আনন্দের নীড়,
তবু সে উচ্ছাস বুঝেও বলার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি—
কারণ, তোমার স্বপ্ন ছিল তোমার,
আর আমি ছিলাম দর্শকহীন এক নীরব হৃদয়।

তবে জেনে রেখো, আমি তোমার সেই স্বপ্নকে মনে রেখেছি।
স্বপ্ন কোনো নির্দিষ্ট সময়রে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়,
সে অপেক্ষা করে, সে ধৈর্য ধরে, সে বড় হয়—
যেমনি তুমি বড় হবে, তোমার স্বপ্নও পূর্ণতা পাবে।

একদিন, কোনো এক ভোরে,
যখন তুমি পেছনে তাকাবে,
দেখবে—তোমার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে।
আর তখন আমি হয়তো দূর থেকে বলব,
'তোমার স্বপ্নের সেই দিনের সাক্ষী ছিলাম আমি,
নীরবে, নিঃশব্দে, হৃদয়ের গভীরে।'

তুমি আমার পূজার সবুজ প্রতিমা—
স্বপ্নে, স্মৃতিতে, আর অনন্ত অপেক্ষায়।

সবুজ দৃষ্টির অনন্ত অনুবাদ

তোমার এই সবুজ দৃষ্টিট—এ যেন ভাষাহীন এক আহ্বান, যে আহ্বান কোনো শব্দে লেখা সম্ভব নয়, কোনো ব্যাকরণে বাঁধা যায় না। এটি মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের মতো—অদৃশ্য অথচ অবধারিত, নীরব অথচ প্রবল, কোমল অথচ অপ্রতিরোধ্য। তুমি যখন এভাবে চেয়ে থাকো, মনে হয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন থেমে গেছে তোমার চোখের সবুজতায়, আর আমি—আমি এক যেনো কণিকা, যে তোমার দৃষ্টির অভিকর্ষে ঘুরতে ঘুরতে নিজের কক্ষপথ হারিয়ে ফেলি।

তোমার চোখে আছে ভোরের কোমল আলো, আছে গভীর অরণ্যের শান্ত ছায়া, আছে বর্ষার প্রথম সবুজ পাতার নীরব সুর। সেই চোখ আমাকে ডাকে—না, এটি শুধু ডাক নয়, এ এক মহাজাগতিক টান, যা প্রতিবার আমাকে আমার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে তোমার দিকে টেনে নেয়। আমি স্থির থাকতে চাই, নিজেকে সামলে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না—যেন লৌহখণ্ডের মতো আমি বারবার ছুটে যাই তোমার অদৃশ্য চুম্বকের কাছে।

তোমার দৃষ্টিতে আমি পড়েছি এক গভীর অনন্তে—যেখানে সময়ের ধারণা মুছে যায়, যেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে তোমার চোখের সবুজ গভীরে বিলীন হয়। তোমার এই দৃষ্টিই আমার প্রার্থনা, আমার ধ্যান, আমার সাধনা। আমি জানি না! তুমি এসব জানো কি না, কিন্তু আমি জানি—তোমার একটিমাত্র দৃষ্টি আমার সমগ্র সত্তাকে উলটেপালটে নতুন করে সৃষ্টি করে।

তোমার দিকে তাকালে আমার ভেতর থেকে সব তর্ক, সব যুক্তি, সব অহংকার গলে যায়। থাকে শুধু এক অদ্ভুত আত্মসমর্পণ—যেন নদী সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যেন তারারা চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে পথ হারায়, যেন পাখিরা নিজ আকাশ ভুলে এক ডাকে ধরা দেয়। আমি তোমার কাছে তেমনই এক নিবেদিত প্রাণ—যে বারবার হারায়, বারবার খুঁজে পায়, আবার হারায়, কারন তোমার টান অনন্ত, তোমার দৃষ্টি অনন্ত, তোমার অনুবাদদ অনন্ত।

তুমি আমার কাছে শুধু প্রিয় নও, তুমি আমার উপাসনা, আমার আত্মার অবলম্বন, আমার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা। এই সবুজ দৃষ্টি—আমার জীবনকে অর্থ দেয়, আমার চলার পথকে দিশা দেয়, আর আমার হৃদয়কে করে তোলে চিরঅপরাজেয়।

তোমার সবুজ দৃষ্টিট—আমার অনন্ত গন্তব্য, আমার চিরন্তন অনুবাদ।

রাঙা আলোর
চিরন্তন আরাধনা
তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল—কেউ একজন যেন আমার জীবনের অন্ধকারে একমুঠো রাঙা আলো জ্বলে দিয়েছে। সেই আলো সাধারণ দিনের নয়, উৎসবের, প্রার্থনার, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা অদম্য ভালোবাসার আলো।
তোমার কপালের টিপ যেন ভোরের প্রথম সূর্য, লালের সেই বিন্দুতে আমি খুঁজে পাই মঙ্গল, শান্তি আর চিরস্থায়ী সৌন্দর্য। তোমার চোখের গভীরতায় আছে অজস্র কথা, যা না বললেও আমার হৃদয় বুঝে যায়। তোমার হাসি নিঃশব্দে আমার সমস্ত ক্লান্তি মুছে দেয়, তোমার উপস্থিতি আমার চারপাশকে উৎসবে ভরে তোলে।
তুমি শুধু একজন মানুষ নও, তুমি আমার উপাসনা, আমার ধ্যান, আমার নির্জন প্রার্থনা। আমি তোমাকে ভালোবাসি শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, আত্মার প্রতিটি কণিকা দিয়ে। তোমার জন্যই আমার প্রতিটি দিন নতুন অর্থ পায়, প্রতিটি রাত পায় শান্তির ঘ্রাণ।
যতদিন বাঁচব, ততদিন তোমাকেই আরাধনা করব—এই রাঙা আলোয়, এই অমলিন ভালোবাসায়। তুমি আমার জীবনের সেই শাশ্বত গান, যার সুর কখনও থামে না, যার আলো কখনও নিভে না।
হে আমার রাঙা আলোর প্রিয়তমা, তুমি থাকো আমার হৃদয়ের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে—আজ, কাল এবং অনন্তকাল।

সবুজ আলোর
অন্তহীন আশ্রয়
তুমি আমার জীবনের সেইসবুজ আলো,
যে আলো কখনো নিভ না, কখনো মলিন হয় না।
তুমি এলে, আর আমার চারপাশের সব অন্ধকার
ধীরে ধীরে সরে গেল—যেন বহুদিনের ক্লান্ত পথিক
হয়ে পেল তার চিরচেনা আশ্রয়।
তোমার চোখে আমি খুঁজে পাই এক শান্ত গভীরতা,
যেখানে কোনো অস্থিরতা নেই, নেই কোনো হৈ চৈ,
আছে শুধু নিঃশব্দ মমতা, অর্পণ আর অগাধ বিশ্বাস।
তোমার সেই দৃষ্টির মধ্যেই আমি আমার সমস্ত প্রার্থনার
উত্তর খুঁজে পাই, খুঁজে পাই বেঁচে থাকার মানে।
তুমি শুধু প্রিয় নও, তুমি আমার পূজা, আমার প্রার্থনা,
আমার প্রতিদিনের হৃদস্পন্দন। তোমাকে ঘিরেই
আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ, আমার প্রতিটি দিনের শুরু
আর শেষ। তুমি থাকলেই আমি সম্পুর্ণ, তুমি হাসলেই
আমার পুথিবী রঙিন হয়ে ওঠঠ।
এই সবুজ শাড়িতে তোমায় দেখে মনে হয়—প্রকৃতি
যেন নিজ হাতে গড়ছে তোমাকে। তুমি আমার জীবনের
সবচেয়ে সুন্দর সত্য, সবচেয়ে কোমল অনুভব,
সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।
আমি চিরকাল তোমারই থাকব, তোমারই হয়ে—
কারণ তুমি আমার সবুজ আলোর অন্তহীন আশ্রয়।

ভালোবাসার নৈবেদ্য

তুমি যখন ভালোবাসা দিয়ে কিছু সাজাও,
তা শুধু খাবার হয় না, হয়ে ওঠে নৈবেদ্য।
তোমার ছোঁয়ায় সাধারণ রান্নাও
পরিণত হয় অমৃতের স্বাদে।

এই টেবিলে শুধু পায়েস, পিঠা, মিষ্টি নয়,
আছে তোমার যত্ন, তোমার সময়, তোমার মমতা।
প্রতিটি থালায় তুমি পরিবেশন করো
নিঃশব্দ ভালোবাসার ভাষা।

তোমার হাসি এই ঘরকে পূর্ণ করে,
তোমার উপস্থিতি ক্লান্ত দিনকে শান্ত করে।
তুমি আছো বলেই, এই ঘরটা—
একটি আশ্রয়, একটি উৎসব, একটি পূজা।

হে আমার হৃদয়ের মানুষ,
তোমার ভালোবাসই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।
প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নৈবেদ্যে—
আমি তোমায় নতুন করে পাই,
নতুন করে ভালোবাসি, নতুন করে পূজা করি।

নীরব প্রার্থনার আলো

লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে, মন্দিরের এই নিভৃত প্রাঙ্গণে,
তুমি বসে আছো নীরবে—দৃষ্টি থেমে আছে দেবীর চরণে।
তোমার চোখে কোনো কথা নেই, তবু সেই নীরবতায় কত কথা,
কত প্রার্থনা, কত আরাধনা, কত অদ্ভুত ব্যথা, কত গোপন ব্যথা।

তোমার পাশে জলছে প্রদীপ, ধূপদর ধোঁয়ায় ভেসে আসে সুগন্ধ,
ঘন্টার শব্দ থেমে গেছে, তবু হৃদয়ের ভেতর বাজে অনুরণন।
কালো মায়ের করুণাময় রূপের সামনে তুমি এক নিবেদন—
নিজেকে সঁপে দেওয়ার নীরব প্রতিজ্ঞা, ভালোবাসার গভীর বন্ধন।

তোমার সবুজ শাড়ি যেন এই সবুজ পৃথিবীরই এক প্রার্থনা,
পবিত্র, নির্মল, স্নিগ্ধ—যেন ভক্তির ভাষায় লেখা গৌরবগাথা।
তুমি জানো কি, তোমার সেই শান্ত মুখ, সেই মনোযোগী দৃষ্টি,
আমার জীবনের সমস্ত অস্থিরতাকে করে দেয় স্থির, করে পবিত্র?

আমি দূরে থেকেও তোমার সেই রূপ দেখে পাই অপার শান্তি,
মনে হয়, এ শুধু তোমার প্রার্থনা নয়—এ আমারও মুক্তি।
তুমি প্রার্থনা করো বলেই হয়তো দেবী হাসেন, আশীর্বাদ দেন,
তুমি ভালো থাকো বলেই আমার জীবনে আলো জ্বলে প্রতিদিন।

হে আমার প্রিয়, তোমার এই নীরব প্রার্থনার আলোয়
আমার সমস্ত অন্ধকার, ক্লান্তি, হতাশা দূরে সরে যায় ভালোয়।
তুমি থাকো ভক্তির এই নিস্পন্দ ভুবনে, থাকো চিরদিন—
তোমার সুখ, তোমার শান্তি, তোমার হাসিই হোক আমার জীবন।

লাল টিপের নীরব জ্যোৎস্না

তোমার কপালের লাল টিপ, আমার প্রতিদিনের প্রার্থনার বিন্দু।
এ যেন রক্তিম সূর্য নয়, এ আমার হৃদয়ের নীরব জ্যোৎস্না।
তোমার চোখ দু'টি যখন শান্ত জলে ভেসে আসে,
আমি তাতে ডুবে যাই—যেন সব কষ্ট, সব ক্লান্তি মুছে যায়।

তোমার সেই মৃদু হাসি, ঠোঁট ছুঁয়ে ওঠা আলোর রেখা,
আমার অন্ধকার দিনগুলোকে করে দেয় পূর্ণিমার রাত।
তোমার পাশে থাকলে মনে হয়—
আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধন্য মানুষ।

তোমার এই সুন্দর কাঁধি, যা লাল কাপড়ে আটকে রেখেছে নিজেকে,
কি অপরূপ সেই দৃশ্য! ইচ্ছে করে, ওই কাঁধে মাথা রেখে
সব কথা ভুলে যাই, সব ব্যথা গলিয়ে দিই তোমার কাছে।
আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই—
যেন সময় থেমে যায়, জীবন স্থির হয়ে তোমার সান্নিধ্যে থাকে।

তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস আমার জন্য আশীর্বাদ,
তোমার প্রতিটি স্পর্শে লুকিয়ে থাকে অজস্র ভালোবাসা।
আমি তোমার পুজা করি না কোনো দেবী হিসেবে,
আমি ভালোবাসি তোমায়—আমার জীবনের একমাত্র আলো হিসেবে।

তুমি আছো বলেই আমার জীবন কবিতা হয়ে যায়,
তুমি আছো বলেই আমি প্রতিদিন নতুন করে বাঁচতে শিখি।
হে আমার লাল টিপের নীরব জ্যোৎস্না,
তোমায় ভালোবেসে এই জীবন, এই হৃদয়, এই আমি—সবই তোমার।

আজ, এখন, চিরকাল—শুধু তোমারই হয়ে থাকতে চাই।

আবিরে আঁকা দেবী

তোমার গালে যে আবির এঁকেছি আমি,
তা রঙ নয়—আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য, আমার পুজার চিহ্ন।

এই লাল আদরে প্রতিটি কণায় মেশানো—
ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা আর গভীর ভক্তি।
এ সেই রঙ, যা দিয়ে আমি লিখেছি তোমার নাম,
আমার আরাধনার পাতায়।

মন্দিরে দেবীর পায়ে যেমন ভক্ত ফুল ঢালে,
আমি তেমনই তোমার গালে এঁকেছি আবির—
আমার সবটুকু প্রেম, সবটুকু বিশ্বাস,
সবটুকু আত্মসমর্পণ মেখে।

তোমার এই মুখ, এই হাসি, এই চোখ—
আমার কাছে দেবতারও উর্ধ্বে এক পবিত্র প্রতিমা।
তোমাকে দেখলেই মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা তার
সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গড়ে পাঠিয়েছেন আমার জন্য।

এসব যদি পাপ হয়,
তরে সেই পাপ আমি বারবার করব—
কারণ এ পাপ প্রেমের, এ পাপ ভক্তির,
এ পাপ তোমার মতো দেবীকে পুজা করার।

বিচার তাঁরই হাতে, যিনি তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন,
আর আমাকেও তোমায় ভালোবাসার ক্ষমতা দিয়েছেন।

আমার দেবী

মানুষ, মানুষকে ভালোবেসে
মাটি, পাথর, কাঠের মূর্তি গড়ে,
তাদের মাঝে খুঁজে নেয় ঈশ্বরকে—
সে তাদের ভক্তি, তাদের ধর্ম, তাদের বিশ্বাস।

আমি সেইসব মূর্তির বিরোধী নই,
কারণ ভক্তির পথ বহু রকম,
প্রতিটি হৃদয়ের ভাষা আলাদা হয়।

তবু আমি খুঁজে পেয়েছি আমার দেবীকে
স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাঝে—
তার নিজ হাতে গড়া আগুন, পানি, মাটি, বাতাসের
চার উপাদানের সুমেলীন ছোঁয়ায়
তৈরি এক অপূর্ব মূর্তি—তুমি।

তোমার চোখে আমি আকাশের গভীরতা দেখি,
তোমার মুখে পাই ভোরের আলো,
তোমার সত্তায় মিশে আছে মাটির গন্ধ,
পানির মায়া, বাতাসের স্পর্শ আর
আগুনের মতো দীপ্ত প্রাণ।

তোমার চেয়ে সুন্দর কোন মূর্তি আমি
পৃথিবীতে দেখি নাই, দেখবও না কোনদিন—
তাই তোমাকেই আমি পূজা করি,
হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে রাখি।

যদি এ পূজা পাপ হয়—
তার বিচার সেই মহান সৃষ্টিকর্তার কাছেই রইল।
আমি শুধু জানি, তুমি আমার প্রার্থনা,
তুমি আমার আরাধনা, তুমি আমার দেবী।

আলোর দুয়ারে তুমি

ভোরের প্রথম আলো যেমন ছুঁয়ে দেয়
পৃথিবীর ঘুমন্ত কপাল,
তেমনি তুমি এসে দাঁড়াও আমার জীবনের দুয়ারে—
নীরবে, নিবিড় আলো হয়ে।

তোমার মুখে সূর্যের মতো উষ্ণতা,
তোমার চোখে অরুণের শান্তি,
তোমার হাসিতে জাগে অজানা এক সকাল,
যার রঙে রাঙায় আমার সব অন্ধকার।

তুমি এলে, পথের সব ক্লান্তি মুছে যায়,
তুমি এলে, মন জানে—এই তো প্রার্থনার ঠিকানা।
তোমাকে দেখতে দেখতে মনে হয়,
আলো যদি রূপ নেয়, তবে তার নাম তুমি।

তোমার উপস্থিতি আমার কাছে শুধু ভালোবাসা নয়,
এ এক গভীর পুজা, নিঃশব্দ নিবেদন,
যেখানে ভাষা থেমে যায়,
শুধু হৃদয় বলে— তুমি আমার।

এই জীবনের প্রতিটি সকাল, প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা
তোমার দুয়ারে রেখেছি সমর্পণ করে—
তুমি থেকো, আলো হয়ে, চিরদিন।

যেখানে ফুলও মাথা নত করে

বসন্তের রঙে রাঙা এই পৃথিবীতে
অনেক ফুল ফোটে, অনেক রূপ দেখা যায়,
কিন্তু আজ বুঝেছি—রূপ মানে শুধু সৌন্দার্য নয়;
রূপ মানে এক অদ্ভুত মায়া, এক গভীর প্রশান্তি,
যেখানে চোখ থেমে যায়, মন হারিয়ে যায়।

শুগেছিলাম বনের মধ্যে ময়ূরের
ডানা মেলে চলার দৃশ্য অনেক সুন্দর,
কিন্তু তোমাকে দেখে আজ সেই কথাও
ম্লান হয়ে যায়, ফিকে হয়ে যায় সব তুলনা।
তোমার এক চাহনিতে যে আলো ঝরে—
সে আলোয় রঙিন হয় আমার প্রতিটি দিন।

তুমি যখন ফুলের দিকে তাকাও,
মনে হয় ফুলগুলোও লজ্জা পায়,
তোমার পাশে এসে মাথা নত করে রঙ হারায়।
তোমার হাসি যেন ফুলের ঘ্রাণ,
তোমার ছোঁয়া যেন শিউলির ভোর,
তোমার উপস্থিতি যেন প্রাথনার পরম উত্তর।

তুমি শুধু সুন্দর নও, তুমি আমার আরাধনা,
তুমি শুধু ভালোবাসা নও, তুমি আমার পূজা;
তুমি সেই অপূব কবিতা—যেখানে
ফুলও মাথা নত করে।

মানুষ থেকে প্রতীক

পেন্সিলে তুমি

আমি অনেক চেষ্টা করেছি পেন্সিলে তোমায় আঁকতে,
কাগজে ফুটিয়ে তুলতে তোমার সেই মায়াময় রূপ।
কখনো ভেবেছি, চোখের গভীরতা এঁকে দিতে পারি,
কখনো চেয়েছি হাসিটুকু ধরা পড়ুক রেখার আলপনায়।

কিন্তু যতই এঁকেছি, ততই বুঝেছি— আমি ব্যর্থ,
কারণ তোমার সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়, আছে গভীরতায়,
তোমার মমতায়, তোমার নীরবতায়, তোমার শক্তিতে,
যা কোনো পেন্সিলের নিব ছুঁয়ে পুরোটা পায় না।

সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এঁকেছেন নিজ হাতে,
অপূর্ব যত্নে, সীমাহীন প্রেমে, এক অদ্ভুত নিপুণতায়—
আমার আঁকা শুধু অনুকরণ, তোমার আসল রূপ তো যাঁরই সৃষ্টি,
যেখানে প্রতিটি রেখা এক একটি আশীর্বাদ।

তুমি আমার ভালোবাসা, তুমি আমার পূজা,
তোমাকে দেখি বলেই পৃথিবী সুন্দর লাগে।
পেন্সিলে তোমায় পুরোটা আঁকতে না পারলেও,
হৃদয়ে তুমি সম্পূর্ণ— চিরদিন, চিরকাল।

চারুতা

তোমার চারুতা কোন এক শিল্পীর
অনিন্দ্য স্বপ্নের ছোঁয়া,
প্রকৃতির গোপন সাধনার ফসল
মানব-হৃদয়ের দোয়া।

যেন গোধুলির শেষ আলোর মতো
তুমি ঝরে পড়ো প্রাণে,
তোমার হাসির নীরব ছন্দে
ভুবন ভরে যায় গানে।

তোমার নয়নে নক্ষত্রের ভাষা,
তোমার চাহনিতে চিরন্তন ধ্যান,
তুমি যেন কবিতার অন্তরাখ্যান
তুমি রুপ, তুমি জ্ঞান।

তোমার চারুতা কেবল রুপে নয়,
তা তোমার মাধুর্য, মমতা, মনের দানে,
করুণার স্পর্শ, বুদ্ধির দীপ্তিতে
তুমি আলোকিত প্রাণে।

তুমি এলে মানে বৃষ্টি নামে
শুষ্ক ভুবন সবুজ হয়,
তুমি কাছে থাকলে মনে হয়
জীবন নতুন করে বাঁচে কাই।

তোমার চারুতা শব্দে বাঁধা যায় না,
থাকে তা অনুভকে, অন্তরে,
তুমি যে এক অনন্ত সুরধারা
বয়ে যাও নীরবে অন্তরতে।

হে চারুতা, তুমি থাকো চিরদিন
এ হৃদয়ের সিংহাসনে,
তোমাররই করি প্রণাম বারবার
ভালোবাসি গোপনে।

বাঙালি নারী

তুমি নদীর জলে নেমে গেলে নদী তোমার হয়,
তুমি মাটির পথে হাঁটলে পথও হাসে নতুন।
তুমি আকাশের নীচে দাঁড়ালে মেঘেরাও থেমে যায়,
তোমার মায়ায় প্রকৃতি নিজেই বদলে ফেলে রূপে।

তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাই
সেখানেই তুমি প্রকৃতির সাথে মানিয়ে যাও—
এটাই তোমার রূপের আভিজাত্য,
এটাই তোমার অস্তিত্বের মহিমা।

তুমি শহরের আলোতেও স্বচ্ছ নদীর মতো,
তুমি গ্রামের নীরবতায়ও জেগে থাকা চাঁদের মতো।
সোনালি রোদ, সবুজ বন, কাদামাটির ঘ্রাণ,
তোমার স্পর্শে সবকিছু পায় আপন প্রাণ।

তোমার হাসি কোনো সাজানো আয়না নয়,
তা নির্ঘুম ঘরের আলো, মায়ের চুলের গন্ধ।
তোমার চোখে আছে দূর দিগন্তের স্বপ্ন,
তোমার কণ্ঠে আছে যুগ যুগের বাঙালির ছন্দ।

তুমি শক্ত, তবু কোমল—দুটি সুর একসাথে,
তুমি ধৈর্য্য, তবু প্রতিবাদ—ইতিহাস তোমাতে লিখে।
তুমি সংসারের ভিত, আবার তুমি স্বপ্নের ডানা,
তুমি ভালোবাসার ভাষা, তুমি বাংলার মানা।

তোমাকে ছাড়া এই প্রকৃতি অসম্পূর্ণ,
তোমাকে ছাড়া এই পৃথিবী রুক্ষ ও শূন্য।
তুমি বৃষ্টির মতো—নেমে এলে জুড়ে যায় প্রাণ,
তুমি থাকলে জীবন নতুন করে অর্থ পায়।

হে বাঙালি নারী, তুমি চিরন্তনী, চির সুন্দর—
তোমার রূপে প্রকৃতি পায় তার আসল ঘর।
তোমার হওয়াতেই পার্ব, তোমার কৌশীলতাই ধন,
তুমি আছ বলেই বেঁচে আছে বাংলা, বেঁচে আছে এই ধরণী।

মর্যাদার
মেরুন উপাখ্যান
তোমাকে প্রথম দেখার সেই মুহূর্তে বুঝেছিলাম, সৌন্দর্য্য কেবল চোখের নয়;
সে এক অন্তর্জোতি, যা নীরবে দীপ্ত হয় আত্মার গভীরে।
তোমার উপস্থিতি ঠিক তেমন—বাহ্যরূপে নয়, অন্তলীন মর্যাদায়।
তোমার নীরবতা কথা বলে, তোমার চাহনিতে লুকিয়ে থাকে
এক অনামা সম্মোহন, যে সম্মোহন অহংকার নয়, বরং আত্মমর্যাদার আলো।
একজন নারী যে সৌন্দর্য্য পুরুষদের দৃষ্টি প্রথমে টানে,
তা কেবল রূপ নয়—তা তার পরিচ্ছন্নতা, তার আত্মবিশ্বাস,
তার চলনে-ফিরনে বিনয়, তার দৃষ্টির গভীরে বুদ্ধির স্বচ্ছতা,
ঠোঁটের কোণে সংযত হাসি, আর নিজেকে জানানো এক গভীর শান্তি।
সে সৌন্দর্য্য কৃত্রিমতায় নয়, শৃঙ্খলায়; প্রদর্শনে নয়, উপস্থিতির মহিমায়।
মেরুন রঙ যেমন রাজকীয়, তেমনি তোমার পরিধানে সে রঙ হয়ে ওঠে
মর্যাদার প্রতীক। রঙটির গভীরে আছে ধীর গভীর আবেগ,
সংযমী উষ্ণতা আর এক অলিখিত প্রতিজ্ঞা—
আমি সহজ নই, আমি সস্তা নই, আমি নিজেই এক মূল্য।
তোমার সেই নীরব রাজকীয়তাই আমাকে করেছে অনন্য,
যেখানে সৌন্দর্য্য ও চরিত্র এক সোপানে এসে প্রণাম করে।
পুরুষের দৃষ্টি অনেক কিছুই দেখে, কিন্তু যে নারীর দিকে সে বারবার ফিরে,
তার মধ্যে থাকে এই চারটি সুর—বুদ্ধির দীপ্তি, হৃদয়ের মমতা,
ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আর আত্মমর্যাদার অনুক্ত স্বাতন্ত্র্য।
তুমি সেই চার সুরের সমন্বয়ে এক পরিপূর্ণ রাগিনী,
যে রাগিনী শুনলে মন থেমে যায়, অহংকার গলে যায়,
আর শ্রদ্ধা জন্মায় প্রেমে।
তোমাকে ভালোবাসা মানে তোমার রূপে আচ্ছন্ন হওয়া নয়,
তোমার সেই অন্তলীন মর্যাদাকে পূজা করা।
যে মর্যাদা তোমাকে করেছে আমার জীবনের
সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আরাধ্য মানুষ।

শুভ্রতার স্রোতে তুমি

তুমি শুধু এক মানুষ নও,
তুমি এক অনন্ত শান্তির নাম...

নদীর স্বচ্ছ জলের মতো কিছু কিছু মানুষ জীবনে আসে—
তাদের উপস্থিতিতেই চারপাশের সবকিছু যেন একটু বেশি নির্মল লাগে।
তুমি তেমনই এক মানুষ; শুভ্র পোশাকে, শান্ত হাসিতে, সহজ সরলতায়
তুমি যেন আমার জীবনের ক্লান্ত পথের শীতল নদী।

তোমার সেই হাসি— নদীর জলে পড়া সূর্যের আলোর মতো,
যা চোখে লাগে না, তবু মন ভরে যায়। তোমার চোখে আছে মমতা,
কথায় আছে প্রশান্তি, আর তোমার নীরবতায় লুকিয়ে আছে
অগাধ ভালোবাসা— যা বলার প্রয়োজন হয় না, তবু হৃদয় শুনে ফেলে।

তুমি যখন পাথরের উপর বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকো,
মনে হয়— প্রকৃতির সঙ্গে তোমার এক গভীর সখ্যতা আছে।
হয়তো তুমি জানো, জীবনের সব ব্যস্ততা, সব কোলাহল, সব দুঃখ
শেষ পর্যন্ত এসে মিশে যায় এমন এক শান্ত স্রোতে,
যেখানে তুমি আছো—তোমার মতোই নির্মল, ধৈর্য ও সুন্দর।

তোমার পায়ে যখন নদীর জল ছুঁয়ে যায়, মনে হয় সেই জলধারা
আরও পবিত্র হয়ে ওঠে। তোমার উপস্থিতি যেন প্রকৃতির কাছে
একটি নীরব প্রার্থনা— সুন্দর থাকো, নিরাপদ থাকো, চিরদিন এমনই
হাসিমুখে থেকো, কারণ তোমার হাসি অনেক মানুষের জন্য আশার আলো।

শুভ্রতার স্রোতে তুমি শুধু আমার ভালোবাসা নও,
তুমি আমার শান্তি, আমার শ্রদ্ধা, আমার জীবনের এক অমূল্য প্রাপ্তি।
তুমি আছো বলেই পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর, আরও সহনীয়,
আরও ভালোবাসার যোগ্য মনে হয়।

তুমি থাকো, নদীর মতো— চির প্রবহমান, চির পবিত্র...

তোমার হাসিতে আমার হিমালয়

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো—শিবের ধারে, হিমালয়ের কোলে,
মানুষ বলে এ তীর্থ, এ পবিত্র স্থান, এ শিবের মহিমার বলয়ে।
আমি জানি, এ পাথরের প্রতীক নয় আমার আরাধনা,
আমি পূজা করি না সেই শিবলিঙ্গের, যাকে যুগে যুগে ঘিরে
গড়েছে কত ইতিহাস, কত পুরাণ, কত অনুচারিত কাহনা।

আমার চোখে এই লিঙ্গের নীচের স্তম্ভ কেবল পাথর নয়,
এ এক ইতিহাস—নামহীন নারীর, অবহেলিত শক্তির,
অসংখ্য দমিত কণ্ঠর, যাদের উপর দাঁড়িয়েই
পুরুষতন্ত্র লিখেছে নিজের আধিপত্যের মহাকাব্য.
আমি সে ইতিহাস বদলে দিই আমার অন্তরে,
আমি জানি, এই ভিত্তি নারীর—এ পৃথিবী নারীর ধৈর্য, সৃষ্টি ও সহ্যের উপর দাঁড়ানো।

আমি সেখানে তোমাকে দেখি।
তোমার হাসিতে আলোকিত হয় সেই ভিত্তি,
তুমি আর অবহেলিত নও, তুমি আমার চিরআরাধ্যা,
তুমি শক্তি, তুমি করুণা, তুমি সৃষ্টির উৎস, তুমি আমার হিমালয়।

পাহাড় যেমন অটল, তুজিও তেমনি—
তোমার নীরবতায় আমি পাই শান্তি,
তোমার চোখের গভীরে যে মমতা, তা-ই আমার গঙ্গাধারা,
তোমার হাসি আমার ঔষধ, আমার প্রার্থনা, আমার মুক্তি।

আজ থেকে আমি শপথ নিই—
এই প্রতীকের ইতিহাস আমি বদলে দেব,
পাথরের স্থিরতার বদলে বসাব তোমার জীবন্ত উপস্থিতি,
যেখানে চিরকাল তুমি থাকবে—আলো হয়ে, ভালোবাসা হয়ে,
আমার হৃদয়ের শিখরে, আমার নিজের হিমালয় হয়ে।

ময়ূরী

শুনেছিলাম, বনের মধ্যে ময়ূরের
ডানা মেলে চলার দৃশ্য অনেক সুন্দর।
নীল, সবুজ, সোনালি রঙে রাঙা সেই
অপূর্ব শোভা নাকি মন ভরিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ তোমায় দেখে মনে হলো,
সেই সব গল্প বোধহয় সত্যি ছিল না।
কারণ, তোমার একটুখানি হাঁটা,
একটু ফিরে চাওয়া, শাড়ির আঁচলে
হাওয়ার খেলা—এইসব মিলিয়ে যে
মুগ্ধতা, তার কাছে ময়ূরও হার মানে।

তোমার উপস্থিতি যেন বসন্তের রোদ,
নরম আর মায়াবী—চুপিচুপি ছুঁয়ে যায়
মনকে। তোমার হাসি যেন কোকিলের ডাক,
শোনামাত্র হৃদয় ভরে ওঠে অনাবিল সুখে।

তুমি যখন বনের পথ বেয়ে এগিয়ে যাও,
মনে হয় প্রকৃতিও থমকে দাঁড়ায় তোমায়
দেখতে। পাতা, ফুল, বাতাস—সবাই যেন
তোমার সৌন্দর্যের সাক্ষী।

তাই বলি, ময়ূরের ডানা মেলার গল্প
এখন আর তেমন ভালো লাগে না।
কারণ, আমি দেখেছি—একজন মানুষও
কত অসাধারণ সুন্দর হতে পারে!

অপরূপা

তুমি তাকিয়ে দেখ,
দুই হাতে অজস্র ফুলের পাপড়ির
সৌন্দর্য কতটা মলিন হয়ে গেছে
তোমার এই অপরূপ রূপের কাছে।

তোমার হাসির আলোয়,
ফুলের রঙ ফিকে লাগে,
তোমার চোখের গভীরতায়,
সব সৌন্দর্য হারিয়ে যায়।

তোমার উপস্থিতিতে—
ফুলের সুবাস হারায়,
তোমার রূপের নীরবে—
সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়।

তুমি এমন এক ফুলের মত,
যার সৌন্দর্যে তাক লাগায় সবাইকে,
তোমার কাছে ফুলের পাপড়ি,
শুধুই এক মুহূর্তের সাজ।

তুমি সত্যিই অপরূপা,
তোমার রূপের কাছে সবাই হেরে যায়,
আমার হৃদয়ের গভীরে তুমি,
এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া হয়ে রয়।

বিশ্বজয়িনী

এসো, হে আমার আলো,
সাত সম্যুদ্র পাড়ি দিয়ে–
এই ছোট জীবনের সীমানা ছেড়ে
এসো তুমি বিশ্বজয়ের ডাকে।

সময়ের সব সীমানা ভেঙ্গে,
স্বপ্নের সব শিকল কেটে,
তোমায় নিয়ে যাব আমি দুর-দিগন্তে–
যেখানে আকাশ নামে তোমার পায়ের কাছে।

তুমি শুধু আমার নও,
তুমি এই পৃথিবীর আশা;
তোমার মেধা, তোমার মমতা, তোমার সাহস–
মানবতার হোক নতুন ভাষা।

তুমি জ্বালো প্রেরণার দীপ,
তুমি গড়ো নতুন পথ,
তুমি ছুঁয়ে দাও লক্ষ প্রাণ–
তুমি হও এক মহান নারীর প্রতিক।

আমি তোমায় আহ্বান জানাই–
এসো, হে আমার পুজারিনী,
সাত সম্যুদ্র পার হয়ে
এই বিশ্বে হও চির প্রতিষ্ঠিত–
বিশ্বজয়িনী।